

ক্ষতিগুরুণ

তিনদিন ধরে সমানে বৃষ্টি পড়ছে। ট্রেইল এখন একটা কাদার নদী। বাতাসে কাত হয়ে পড়া বৃষ্টির ফাঁক দিয়ে সামনে তাকিয়ে মনেমনে নিজেকে গাল দিল ডন প্যাকার। যাকে নিজে গুলি করে হত্যা করেছে, তারই বাড়িতে যাওয়ার জন্য ট্রেইল ধরেছে সে।

এখন আর এতে কি লাভ হবে? তবু টাকাটা হয়ত মৃত ব্যক্তির স্ত্রী আর ছেলের উপকারে আসবে মনে করেই সে এল পেসো থেকে মগোলনস-এর উদ্দেশ্যে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিচ্ছে। সেলুনের বারটেওয়ার বা উপস্থিত আর কাউকে ওটা পৌঁছে দেয়ার ভার দিয়ে নিশ্চিত হওয়া যায় না। তাছাড়া 'টনটো বেসিন'-এর মত বিপজ্জনক জায়গায় কেউ সখ করে যেতে চাইবে না।

ঝামেলা খুঁজে বেড়ান ভনের স্বভাব নয়। জীবনে সে অনেক কিছু করেছে, যার বেশির ভাগই দাঙ্গা-হাঙ্গামার সাথে জড়িত। জন্ম, আর স্বভাবগতভাবে একজন ওয়েস্টার্ন মানুষ হলেও অনেক-গুলো বছর দেশের বাইরে কাটিয়েছে সে। মোষ শিকার, প্রস-

পেক্টিঙ, এমনকি কিছুদিন পিস্তলবাজদের শহর মবীটিতে মার্শালের কাজও করেছে। এড়িয়ে বা পিছিয়ে যাওয়ার তার ঘোর আপত্তি বলেই ওকে অনবরত ঝামেলার মোকাবিলা করতে হয়।

ওর গভীরে রয়েছে একটা কালো আর তিক্ত প্রচণ্ডতার উৎস। এটা জেনেই সে নিজেকে দমিয়ে সংযত করে রাখার চেষ্টা করে, কিন্তু যখন বিস্ফোরণ ঘটে, একটা প্রলয়কাণ্ড বেধে যায়। কিন্তু মাথা ঠাণ্ডা রেখে খেপা ভাইকিওর মতই লড়ে সে।

লম্বা গড়নের মানুষ ভন। দেখে যা মনে হয় তারচেয়ে বেশি ওজন। শক্ত চেহারা—সবুজ চোখ। ঘোড়া আর অস্ত্রের প্রতি ওর একটা সহজাত টান রয়েছে। সে ওদের বোঝে, ওরাও তাকে বোঝে। ঘোড়ার জন্যে দরদ থেকেই ভনের জীবনে প্রথম লড়াই-এর শুরু।

চাচার সাথে মোষ শিকারে গিয়ে অন্য একজন শিকারী নিজের ঘোড়াকে নির্দয়ভাবে পিটাচ্ছে দেখে বাধা দিয়েছিল সে। ষোল বছর বয়সের তরুণকেও মোষ শিকারে গেলে পরিণত পুরুষ বলে ধরা হয়, এবং তাদের থেকে পুরুষের মতই আচরণ আশা করা হয়। পিছাল না ভন, গোলাগুলি হল। ওটাই তার প্রথম হত্যা। ব্যাপারটা ওখানেই শেষ হলে ভাল ছিল, কিন্তু মৃত ব্যক্তির ছুজন বন্ধু প্রতিশোধ নিতে এল। ওকে না পেয়ে লোকছুটা তার অশুস্থ চাচাকে মারধর করে ঘোড়া চুরি করে পালাল। ওদের ট্রেইল করে মোবীটি শহরের রাস্তায় ছুজনকেই হত্যা করে ঘোড়া ফিরিয়ে আনল সে।

এরপর প্রসপেক্ট করতে মেক্সিকোতে গেল। মধ্য আমেরিকায়

যুদ্ধ করল, এবং মরোকোর ফরেইন লীজনে যোগ দিয়ে ছুবছর পর টেক্সাসে ফিরে এল। সেখান থেকে একটা গরুর দল নিয়ে ডঞ্জে গেল, মবীটি শহরে কিছুদিন মার্শালের কাজও করল। এর ছ'মাস পর এল পেসোতে জন হার্পার নামে এক লোকের সাথে তার তর্কাতর্কি হল। লোকটা তাকে 'মিথুক' বলে পিস্তল বের করতে গেছিল।

অসম্ভব ক্ষিপ্ততার সাথে পিস্তল ড্র করে ওকে গুলি করল ভন। পড়ে গেল জন। একঘণ্টা পর মরণাপন্ন লোকটার কামরায় ওর ডাক পড়ল।

জন হার্পার মারা যাচ্ছে। ঝাঁকড়া কালো চুল ওর মাথায়, শুকনো মুখটা মড়ার মত সাদা দেখাচ্ছে। দরজার বাইরেই ভন জেনেছে লোকটা ঘণ্টাখানেকের বেশি বাঁচবে না।

ঘরে ঢুকে হার্পারের বিছানার পাশে দাঁড়াল ভন। জনের হাতে অয়েল ক্লথে মোড়া একটা প্যাকেট। 'পাঁচ হাজার ডলার,' ফিস-ফিস করে বলল সে। 'এটা আমার বৌ জুলিয়েটের কাছে পৌঁছে দিও—মগোলনস-এর পিভটরকে আছে সে। ও—ও খুব বিপদে আছে।'

আশ্চর্য ব্যাপার। লোকটা যার গুলিতে মরতে বসেছে, বিশ্বাস করে তারই হাতে টাকা তুলে দিচ্ছে! অবিশ্বাসের চোখে জনের দিকে তাকাল ভন।

'আমাকে কেন?' প্রশ্ন করল সে। 'আমাকে তুমি বিশ্বাস কর? আর আমিই বা ওটা পৌঁছে দিতে যাব কেন?'

'তুমি—তুমি একজন ভদ্রলোক। তোমার ওপর আমার বিশ্বাস

...তুমি ওকে সাহায্য করো, করবে না? আমি... আমি বোকার মত... মাথা গরম করেছি। হুশিচিন্তা—অস্থিরতা। তোমার কোন দোষ ছিল না।'

জন হার্পারের চোখের উজ্জলতা কমে আসছে। যেটুকু আলো আছে তাও নিভে যাচ্ছে।

ঠিক আছে, হার্পার। আমি কথা দিচ্ছি—জেনো, ভন প্যাকারের কথা তুমি পেলো।'

মুহূর্তের জন্য হার্পারের নীল চোখ দুটো সামান্য বিস্ফারিত হয়ে উজ্জল হল। 'তুমি—প্যাকার?' আশ্চর্য হল সে।

মাথা ঝাঁকাল ভন। হার্পারের চোখ নিস্তেজ হয়ে নিভে এল। মারা গেল সে।

ট্রিপটা রুক্ষ, তেতো আর লম্বা। কিন্তু এখন আর বেশি বাকি নেই। এল পেসোর পশ্চিমে অ্যাপাচিদের একটা দলের সাথে ওর সংঘর্ষ হয়েছে। সিলভার সিটিতে দুজন চোর তার পিছু নিয়ে সেলুনের ভিতর ঢুকে গায়ে পড়ে হাতাহতি শুরু করেছিল। কিন্তু এসব-চোর-ছাঁচড়ের চালাকি ওর ভাল করেই জানা আছে। গুলি করে বাতিটা নিভিয়ে দিয়ে অন্ধকারে সে সরে পড়েছে।

কাদায় পা পিছলে আবার সামলে নিয়ে ঘোড়াটা গাছের ফাঁক দিয়ে এগোল। হঠাৎ বৃষ্টির ভিতর দিয়ে সন্ধ্যার আঁধারে একটা আলো দেখা গেল, তারপর আরেকটা।

'ইয়েলোজ্যাকেট,' স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে ঘোড়াকে বলল ভন। 'তারমানেই ভাল বিছানা আর ভাল খাবার, বাছা। একটু পা

চালিয়ে চল ।’

ইয়েলোজ্যাকেট মধাবর্তী একটা বিশ্রাম নেয়ার জায়গা। ছোট্ট শহর—একটা স্টেজ স্টেশন, সেলুন, কিছু দোকান, একটা হোটেল আর আস্তাবল। কপার ক্রীকের এক কোনায় রয়েছে কতগুলো বাড়ি।

গ্যালুশা রীডের শহর ওটা। সে ইয়েলোজ্যাকেটের সেলুন আর রিক্রম মাইনের মালিক। সিল ডাইক ওখানকার মার্শাল—রীডের ইচ্ছা অনুযায়ী সে শহর চালায়। রীড যেখানই যাক, হ্যারি বিলেট তার আশেপাশেই থাকে। কেউ কেউ বলে রীডকে চালায় গিলবার্ট স্মিথ। লোকটা টনটো বেসিন এলাকার বিশাল জি এস র্যাঙ্কের মালিক।

লিভারি স্টেবলে ঘোড়া রেখে কুঁজোমত কর্মচারীর দিকে ফিরল ভন। ‘ওকে এখন কিছুটা কর্ন খেতে দাও, সকালে আর একবার খাওয়াবে।’

‘কর্ন ?’ মাথা নাড়ল মন্টি। ‘আমাদের কর্ন নেই।’

‘স্টেজ আর ওয়্যাগন ফ্রেইটের ঘোড়ার জন্যে তুলে রাখা কর্নই আমার ঘোড়াকে খাওয়াও।’

প্যাকারের স্বরে কতৃৎসর সুর স্পষ্ট। বিনা প্রতিবাদে ঘোড়াটাকে কর্ন খেতে দিয়ে আস্তাবল থেকে ভনকে সেলুনের দিকে এগোতে দেখল মন্টি। লম্বা লোকটা হান্কা লম্বা পা ফেলে সহজ ভঙ্গিতে এগিয়ে যাচ্ছে। বেশ নিচুতে ঝোলান পিস্তল দুটো ফিতে দিয়ে পুর উঁকর সাথে বাঁধা।

কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে কাঁধ ঝাঁকাল মন্টি। ‘কঠিন লোক,’ বিড়-

বিড় করে আপন মনেই বলল সে। ‘সিল ডাইক ওর হাতে মারা পড়লে সবাই বাঁচে।’

ইয়েলোজ্যাকেট হোটেলে চুকে স্যাডলব্যাগগুলো মেঝেতে নামিয়ে বারের দিকে এগোল সে। ‘তোমার কাছে রাই ছাড়া আর কি আছে ?’

‘কেন, রাই কি দোষ করল ?’ বারটেপারের মেজাজ চড়ে আছে। বেতো পা নিয়ে এত ঘটা একটানা কাজ করার কষ্ট অসহ্য।

‘তোমার কাছে ত্র্যাণ্ডি বা আইরিশ হুইস্কি নেই ?’

তাকিয়ে রইল ফ্রেড। ‘তুমি কোথায় আছ, মিস্টার ? নিউ ইয়র্ক ?’

‘ঠিক আছে, ফ্রেড। যার নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দ আছে এমন লোক আমার পছন্দ। ওকে আমার কনিয়্যাক থেকে ড্রিক দাও।’

ঘুরে বন্ধার দিকে তাকাল ভন। লোকটা লম্বা। চমৎকার স্মার্ট ওর পরনে। সোনালী কঁকড়া চুল, আর গোলাপী চেহারা। বয়স তিরিশের মত বা কিছু বেশি হবে। পিস্তলটা বামদিকে বেশ উঁচুতে পরেছে সে।

‘ধন্যবাদ,’ বলল ভন। ‘বৃষ্টি-বাদলের দিনে কনিয়্যাকের চেয়ে ভাল ড্রিক আর হয় না।’

‘আমার নাম স্মিথ। এখান থেকে কিছুটা পুবে জি এস র্যাঙ্কের মালিক আমি।’ এগিয়ে এল লোকটা।

মাথা ঝাঁকাল ভন। ‘আমি প্যাকার। আমার র্যাঙ্ক নেই, তবে একটা র্যাঙ্কের খোঁজেই এসেছি। পিভটরকটা কোথায় ?’

ভন একজন ভাল পোকির প্লেয়ার। গান ব্যবহার করে ওর

চোখ ছোটো তীক্ষ্ণ। সামান্য হলেও স্মিথের চোখে একটু পরি-
বর্তন আর সতর্ক হওয়ার আভাস দেখতে পেল সে।

‘পিভটরক ? ওটা তো মগোলনস-এর একটা বর্নার নাম।
ওখানে একটা র্যাঞ্চ আছে। তবে খুব দুর্বল। ওটার কথা তুমি
কেন জানতে চাইছ ?’

এড়িয়ে গেল প্যাকার। ‘ওদের সাথে আমার কিছু কাজ
আছে।’

‘তাই ? ভাল। তবে ওটা একটা নির্জন এলাকা। ওদিকে এখন
কিছু গোলমাল চলছে—ক্যাটল ওয়ার।’

গ্রাস তুলে স্বাদ নিল ভন। ভাল ব্র্যাণ্ডি। খুবই ভাল। নিউ
অরলিনসের পশ্চিমে সে কোথাও ব্র্যাণ্ডি পায়নি।

স্মিথ লোকটা নিশ্চয় কিছু জানে। হার্পার বলেছিল তার স্ত্রী
বিপদে আছে। তবে কি ওই পিভটরক আউটফিটের সাথেই
কারও লড়াই চলছে ? কিন্তু এ সম্পর্কে স্মিথকে কোন প্রশ্ন না
করারই সিদ্ধান্ত নিল ভন। এরপর বৃষ্টি, ক্যাটল, আর কনিয়াক
নিয়ে আলাপ হল। ‘তুমি নিশ্চয় পশ্চিমে কনিয়াক খাওয়া
অভ্যাস করনি ? তাহলে কোথায় ?’

‘প্যারিস, মারসেই, ফেজ, আর মারাকেশে,’ বলল ভন।

‘তুমি দেখছি অনেক জায়গায় ঘুরেছ। অবশ্য এদিকে ওটা
অসাধারণ কিছু নয়।’ ইঙ্গিতে পাশের টেবিলে হাতের ওপর মাথা
রেখে ঘুমন্ত চওড়া কাঁধের লোকটাকে দেখাল স্মিথ। ‘ওই যুবককে
দেখেছ ? নাম মাভিন বেকার, কেমব্রিজ থেকে পাশ করেছে।
মাতাল থাকলে সে বিভিন্ন ক্লাসিকস থেকে উদ্ধৃতি দেয়। আর

অর্ধেক সময়েই ও থাকে মাতাল। কিন্তু সুস্থ অবস্থায় সে এই
এলাকার সবথেকে ভাল কাউন্সিল।

‘আর ওই যে ওউয়েনকে দেখছ, পিয়ানো বাজাচ্ছে ; লোকটা
ওয়েইমারে পড়াশোনা করেছে। স্ট্রাউস বিখ্যাত ‘দা ব্লু ড্যানি-
উব’-এর সুর দেয়ার আগেই ভিয়েনায় ওউয়েনের সাথে তার
বন্ধুত্ব ছিল। পশ্চিমে অনেক ধরনের লোকই দেখা যায়, খুব উচ্চ
স্তরের মানুষ থেকে শুরু করে বেকার, অকর্মা—সব।’

আরও কিছুক্ষণ আলাপ চলল, কিন্তু ভনের কাছ থেকে তার
নিজের সম্পর্কে, বা কি উদ্দেশ্যে এসেছে, কিছুই জানতে পারল
না সে। বিদায় নিয়ে সরে গেল গিলবার্ট স্মিথ। ভন চলে যাও-
য়ার পর সিল ডাইক এসে ঢুকল।

‘প্যাকার ?’ মাথা নাড়ল সিল। ‘ওর নাম আমার কানে
আসেনি। হয়ত ওউয়েন জানতে পারে। সবার খবরই সে রাখে।
পিভটরকে ও কি চায় ?’

বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে ছাদের দিকে চেয়ে গিলবার্টের কথাই
ভাবছে ভন। ছাদে আর জানালার কাঁচে বৃষ্টি পড়ার শব্দ হচ্ছে।

গিলবার্ট লোকটা কে ? পিভটরকের কথা শুনে কেন ওর ভাবের
পরিবর্তন হল ? লোকটা কি জানে ? জন হার্পারের স্ত্রীকে
সাহায্য করার অনুরোধটা কি শুধুই একজন মরণাপন্ন লোকের
স্বাভাবিক অনুরোধ, নাকি সত্যিই মেয়েটার সাহায্য দরকার ?
এখানে কি কোন বিশেষ গোলমাল চলছে ?

মনেমনে কেবল টাকাটা পৌঁছে দিয়ে নিজের পথ ধরার
সিদ্ধান্ত নিয়ে ভন ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু তবু, কোন ঝামেলা

থাকলে যে তার যাওয়া হবে না এটা সে ভাল করেই জানে।

সকালে ঘুম থেকে জেগে দেখল বৃষ্টি ঝামেনি, তবে এখন আর আগের মত ঝামঝামিয়ে পড়ছে না। কাপড় পরে পিস্তল ছুটে চেক করে নিচে নামল ভন।

মাভিন বেকার ওর পিছু-পিছু নামল। বেশি ড্রিক করে বেঘোরে ঘুমানর ফলে মাভিনের চোখমুখ ফুলে আছে। ভনের দিকে চেয়ে সে হাসল। ‘মনে হচ্ছে গতরাতে মাত্রাটা একটু বেশিই হয়ে গেছিল,’ বলল সে। ‘আমার আসলে শহর থেকে বেরিয়ে পড়া দরকার।’

একসাথেই নাস্তা খেল ওরা। পিভটরকের প্রসঙ্গ তুলতেই হঠাৎ মাভিনের চোখদুটো তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। ‘ওখানে গিয়ে তোমার কোন লাভ হবে না। হার্পার চলে যাওয়ার পর থেকে ওদের অবস্থা এখন আরও খারাপ হয়েছে—একেবারে দেয়ালে পিঠ ঠেঁকেছে। ওরা শেষ—যেটুকু আছে গেলুশা রীডের কল্যাণে তাও আর থাকবে না।’

‘কেন, ঘটনাটা কি?’

‘রীড দাবি করেছে ওই জমিটা তার। বিল হার্পার একজন মেক্সিকানের থেকে ওটা কিনেছিল, পরে অ্যাপাচিদের সাথে চুক্তি করে দলিলটা পাকা করে নিয়েছিল। কিন্তু মুশকিল হল রীড আরও আগের একটা দলিল যেন কোথা থেকে বের করেছে। সে বলে জমি বিক্রি করার কোন ক্ষমতা ফার্নাণ্ডেজের ছিল না। ওটা নাকি সোনোমার জমি ছিল। বুড়ো হার্পার বাকবোর্ড থেকে পড়ে মারা যায়। এসব ঝামেলা জন সামলাতে পারেনি—শেষে

হারি বিলেটের মোকাবিলা করার ভয়ে দেশ ছেড়ে পালিয়েছে।’

‘ওর স্ত্রীর কি খবর?’

মাথা নেড়ে কাঁধ ঝাঁকাল মাভিন। চেহারা সন্দেহ আর দুশ্চিন্তার ছাপ। ‘ওর বউ জুলিয়েট চমৎকার মেয়ে—র্যাঙ্গের প্রাণ। দুঃখের বিষয় ওর দশভাগের এক ভাগ নার্সও জনের ছিল না। মেয়েটা প্রতিজ্ঞা করেছে সে নড়বে না, শেষ পর্যন্ত লড়বে।’

‘লোক আছে ওর?’

‘দুজন। ওর স্বপ্তরের আমলের এক বুড়ো, আর একজন আধা অ্যাপাচি—কনডো।’

ভন ভেবে দেখল পুরো ব্যাপারটাই রহস্যে ঘেরা। পাঁচ হাজার ডলার কোথা থেকে এল? জন কি চিরদিনের মত পালিয়েছিল, নাকি টাকা আনতে গেছিল? আর টাকাটাই বা সে পেল কোথায়?

‘আমি ওখানে যাচ্ছি।’ উঠে দাঁড়াল প্যাকার। ‘মেয়েটার সাথে কথা বলব।’

‘ওখানে চাকরি নিতে যেও না। ওর জেতার কোন আশাই নেই।’ ধরা গলায় বলল মাভিন। ‘তোমার দূরে সরে থাকাই ভাল।’

‘দুর্বলের পক্ষ নিয়ে লড়তেই আমি পছন্দ করি,’ হালকা সুরে বলল জন। ‘হয়ত নিজেই একটা চাকরি চাইব। মানুষকে কোন না কোন সময়ে মরতেই হবে—এরথেকে ভাল মরার সুযোগ আর কোথায় মিলবে?’

‘আমি জিততেই পছন্দ করি,’ সাদামাটা গলায় জানাল
মাভিন। ‘অন্তত জেতার কিছুটা সম্ভাবনা থাকা চাই।’

টেবিলের ওপর ঝুঁকল ভন। জানে গিলবার্ট স্মিথ মাভিনের
পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে, এবং তার পাশে বৃকে ব্যাজ আঁটা
একটা বিশাল লোক। ‘অমি যদি ওর সাথে যোগ দিই’—ভনের
সহজ স্বরে রয়েছে ‘আত্মবিশ্বাস—’ তবে তুমিও সেই দলে যোগ
দিলে পার। আমাদের পক্ষই জিতবে।’

‘এই যে, শোন!’ এক পা আগে বাড়ল সিল। ‘তুমি শহরেই
থাকো, আর তা নাহলে এই এলাকা ছেড়ে বিদায় হও। এমনি-
তেই মগোলনস-এ অনেক গোলমাল চলছে—ওখান থেকে দূরে
থেকো।’

মুখ তুলে তাকাল ভন। ‘আমাকে বলছ?’ ওর কথাটা চাবুকের
মতই শোনাল। ‘তুমি সামান্য টাউন মার্শাল, ডাইক, ইউ এস
মার্শাল বা শেরিফ নও। তবে শেরিফ হলেও তাতে কিছু আসত
যেত না। ওটা এই কাউন্টির ভিতরে পড়ে না। এখন লক্ষ্মী
ছেলের মত পিছিয়ে যাও, আর, আমন্ত্রণ না জানালে কারও কথা-
বার্তায় দখল দিতে এস না।’

ডাইকের মাথা নিচু হল, মুখটা লাল হয়ে উঠেছে। এবার
টেবিল ঘুরে এগোল সে। কুঁচকান চোখে রাগ আর নীচতা
প্রকাশ পাচ্ছে। ‘শোন, হোকরা! কোন হুই পয়সার কাউন্টিয়াও
আমাকে—!’

‘ডাইক!’—ভনের স্বর শান্ত—‘নিজ্জই বিপদ ডেকে আনছ
তুমি। বেলাইনে চলছ। গায়ে পড়ে ঝগড়া বাধাচ্ছ। মার্শা-

লের পদ তোমাকে রক্ষা করবে না।’

‘রক্ষা করবে? আমাকে?’ রাগে ফেটে পড়ল ডাইক। ‘আমার
সাথে ঠাট্টা! আজ তোমাকে—!’

এক লাফে টেবিল ঘুরে উন্নত ডাইক ছুটে এল। চট করে এক-
পাশে সরে পা দিয়ে একটা চেয়ার ডাইকের সামনে ঠেলে
দিল ভন। রাগের মাথায় ওটা এড়িয়ে যেতে না পেরে হুড়মুড়
করে চেয়ার শুদ্ধ মেঝেতে আছাড় খেল সে। মেঝের ঘষায় হাত
ছেড়ে গেল।

লাথি মেরে চেয়ার সরিয়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল ডাইক। ভন
ওর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হাসছে। মাভিন বেকারের মুখেও হাসি।
ফেড বারের ওপর কনুই-এর ভর রেখে দৃশ্যটা উপভোগ করছে।

হাতের ছিঁড়ে যাওয়া চামড়ার দিকে তাকাল ডাইক, তারপর
ভনের দিকে চোখ তুলে চাইল। হুঁপা সামনে বেড়ে হাঁটার মাঝেই
হঠাৎ পিস্তল বের করার জন্যে হাত বাড়াল সে।

ঝট করে কোন্ট বের করল ভন। উপরে উঠার পথেই গর্জে
উঠল ওর পিস্তল। হতবুদ্ধি হয়ে ডাইক তার অবশ হাতের দিকে
চেয়ে আছে। পিস্তলটা সিলের হাত থেকে ঘুরতে ঘুরতে ছিটকে
পড়েছে। ভনের ৪৪ গুলিটা ট্রিগার গার্ডে লেগে মার্শালের কড়ে
আঙুলের মাথা উড়িয়ে নিয়ে গেছে। বোকার মত দাঁড়িয়ে
আঙুলের মাথা থেকে ফোঁটাফোঁটা রক্ত পড়া দেখছে সিল।

গিলবার্ট স্মিথ আর মাভিন বেকার, দুজনেই বিস্ফারিত চোখে
চেয়ে রয়েছে। কিন্তু মার্শালের দিকে নয়, ওরা অবাক চোখে
ভনকে দেখছে।

‘তোমার হাত দেখছি দুর্দান্ত চালু, স্ট্রেঞ্জার,’ বলল স্মিথ।
‘তুমি কে, বলত ? এমন ফার্স্ট ড্র করতে পারে এমন লোক এদেশে
ছয়জনের বেশি হবে না—আর ওদের প্রত্যেককেই আমি চেহা-
রায় চিনি।’

ভনের চোখে একটু কৌতূহলের ঝিলিক দেখা গেল। ‘এমন
আর দেখনি, না ? ভাল, এখন আরেকজনকে চিনলে। মনে কর
আমি সপ্তম ব্যক্তি।’ গোড়ালির ওপর ঘুরে কামরা থেকে বেরিয়ে
গেল ভন। সবকটা চোখ ওকে অনুসরণ করল।

ভন প্যাকারের রোনটা শার্ট টেইল ক্রীকের ট্রেইল ধরল। ব্লাডি
বেসিন আর স্কেলিটন রিজ পার হয়ে ওরা গরম বার্নার কাছে
ভারডে পৌঁছল। রাতের জন্য হার্ডক্যাবল ক্রীকের কাছে ক্রিফের
ধারে ক্যাম্প করল ভন। বেশ রাত করেই ঘুমাল সে—আগুনও
জ্বালল না।

ক্যাম্পের জন্য জায়গাটা ভালই। পিছনে খাড়া ক্রিফ; বাম
দিকে পাহাড়টা চালু হয়ে হার্ডক্যাবল ক্রীকের দিকে নেমে গেছে।
সামনের দিকটাও চালু হয়ে ক্রীকের দিকে নেমেছে। প্রচুর
শুকনো কাঠ রয়েছে ওখানে! মাথার ওপর বেরিয়ে থাকা একটা
পাথর প্রাকৃতিক ছাদের সৃষ্টি করেছে।

হঠাৎ ভন প্যাকারের ঘুম ভেঙে গেল। এক মুহূর্ত স্থির হয়ে
থাকল সে। আকাশটা পরিষ্কার হয়ে গেছে, তারা দেখা যাচ্ছে।
আন্দাজ করল বারটার বেশি বাজে। কিন্তু ঘুম কেন ভাঙল তা
বুঝতে পারছে না। লক্ষ্য করল রোনটা আরও কাছে সরে

এসেছে। মাথা উঁচু করে কান খাড়া রেখেছে বিশাল গেল্ডিগুটা।
‘সাবধান, বাছা।’ সতর্ক করল প্যাকার।

বিছানার তলা থেকে বেরিয়ে বৃট পরে অন্ধকারে হাতড়ে উইন-
চেস্টারটা আরও কাছে এনে রাখল।

ও যেখানে বসে আছে সেখানে ক্রিফের ছাদটার কারণে গাঢ়
অন্ধকার। সামনের সিডার গাছ আর বড় বড় পাথরের চাঁইগুলো
ওকে আর ঘোড়াটাকে বাড়তি আড়াল দিচ্ছে। সামনে প্রায়
তিরিশ গজ পর্যন্ত ক্রীকের পাড় আর কিছু খোলা জমি দেখতে
পাচ্ছে সে।

নিচ থেকে ফিসফিসিয়ে কথা আর নড়াচড়ার হালকা আওয়াজ
আসছে। রাইফেল রেখে পিস্তলের বেল্টটা কোমরে পরে নিল
ভন। ছাদের তলা থেকে বেরিয়ে সিডার ঝোপের ভিতর এসে
দাঁড়াল।

অলক্ষণ পরেই প্রথমে একটু নড়াচড়ার শব্দ, তারপর নিচু স্বরে
কথা শোনা গেল। ‘লোকটা কাছে কোথাও আছে! ওরা বলল
এদিকেই এসেছে। ফসিল ক্রীকের কাছে প্রধান ট্রেইল ছেড়েছে।’

তুজন লোক। সিডারের আড়ালে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে ভন।
ওর তীক্ষ্ণ চোখহট্টো সতর্ক, প্রতিটা পেশী তৈরি। ওরা বোকা;
ভেবেছে সহজেই তাকে কাবু করতে পারবে।

অ্যাপাচি আর কিওয়াদের বিরুদ্ধে লড়েছে সে। সাহারায়
টরেগ, আর অ্যাটলাস পাহাড়ে রিফদের সাথেও যুদ্ধ করেছে।
এবার ওদের দেখতে পেল। হট্টো কালো আকৃতি পাহাড় বেয়ে
উঠে আসছে। ঢালের হালকা রঙের পাথরের ওপর দেখা যাচ্ছে

ওদের ।

ভনের ভিতরকার তেতো অন্তর্ভুক্তিটার বিক্ষোভ ঘটল। স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারছে না সে—অপেক্ষাও সহিছে না। রোনটাকে খুঁজে পাবে ওরা, এবং তাকে না মেরে ফিরবে না। যা করার তা এখনই করতে হবে। দ্রুত পায়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল সে।

‘কাউকে খুঁজছ?’

ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল ওরা। পিস্তল ব্যারেলের ওপর তারার আলো দেখা গেল। ভনের পিস্তলটা ছবার গর্জে উঠল। কাশতে-কাশতে একজন মাটিতে পড়ল। অন্যজন থমকে দাঁড়িয়ে হঠাৎ ঘুরে হোঁচট খেতে-খেতে নিচের দিকে ছুটল। ককাচ্ছে সে—কিছুটা ভয়ে আর কিছুটা বাথায়। ওখানে দাঁড়িয়েই লোকটার ট্র্যাক রাখতে চেষ্টা করল ভন, কিন্তু ঝোপের আড়ালে হারিয়ে গেল সে।

এবারে ধরাশায়ী লোকটার দিকে ফিরল ভন, কিন্তু কাছে গেল না। দূর দিয়ে ঘুরে নিজের ঘোড়ার কাছে ফিরে এল। রোনটাকে শান্ত করে বিছানায় গেল সে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল।

সকালে রওনা হওয়ার জন্য রোনের পিঠে জিন চাপিয়ে লাশটার মাথার কাছে এসে দাঁড়াল ভন। সিলভার সিটিতে যে দুজনকে দেখেছিল, লোকটা তাদেরই একজন।

হাঁটু গেড়ে বসে ওর পকেট হাতড়ে কিছু চিঠি আর কাগজ পেল ভন। ওগুলো পকেটে ভরে ঘোড়ায় চড়ল। সাবধানে ক্রীকের ঢাল বেয়ে উপরে উঠছে। জিনের ওপর আড়াআড়ি-

ভাবে রাখা রয়েছে ওর উইনচেস্টার। যেকোন পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্যে সে তৈরি। কিন্তু কিছুই ঘটল না।

বেলা বাড়ছে, রুষ্টির পর বাতাসটা গরম আর শুষ্ক। ওর কানের কাছে একটা মাছি ভনভন করছে—হ্যাট খুলে বাড়ি দিয়ে ওটাকে তাড়াল। দূরের গাঢ় লাল পাহাড়ের দিকে এগিয়ে চলেছে। মাঠগুলো ঘাস আর গাছপালায় ভরা। পাইন আর অ্যাসপেনই বেশি, মাঝেমাঝে কিছু লম্বা কটনউডও রয়েছে।

র্যাঞ্চারদের স্বপ্ন এই জমি। গরু বা ভেড়া পালার জন্য আদর্শ। সামনে বাম দিকে বিশাল ‘মগোলন রিম’ দেখা যাচ্ছে। ওটারই পিছনে মালভূমির ওপর কোথাও আছে পিভটরক। একটা অ্যাসপেনের বাগান ঘুরে লম্বা উপত্যকাটা ভনের চোখে পড়ল।

এই প্রথম গরু দেখতে পেল সে—মোটাসোটা, সস্তুষ্ট। এসব নিচু জমির উৎকৃষ্ট ঘাস খেয়েই ওরা মোটা হয়েছে। দূরে একজন আরোহীকে দেখা গেল। কিন্তু লোকটার কাছে যাওয়ার চেষ্টা করল না ভন। পিভটরকে পৌঁছানই ওর একমাত্র উদ্দেশ্য।

উত্তর-পূবে চওড়া মুখের একটা ক্যানিয়ন দেখতে পেয়ে রোনটাকে ঘুরিয়ে বার্না ধরে উপরে উঠতে শুরু করল ভন। রিমে পৌঁছতে হলে ওকে তিন হাজার ফুট উঠতে হবে। শুনেছে একটা ট্রেইল আছে—ওটার সন্ধানে এগিয়ে যাচ্ছে সে।

শেষ আটশো ফুট ট্রেইলটা পাহারের গা বেয়ে ঘুরে ঘুরে উঠেছে। উপরের রাস্তা থেকে নিচেরটা পরিষ্কার দেখা যায়। মালভূমির বাতাসটা আশ্চর্য রকম তাজা আর নির্মল। সামনে এগিয়ে কিছু গরু চরতে দেখল ভন। একটা কাঠের সাইন রয়েছে

সব ট্রেইলটার পাশে। ওতে লেখা আছে : পিভটরক... এক মাইল।

র্যাঙ্কবাড়িটা একটা ছোট টিবির ওপর। ওটার দু'পাশে লম্বা বার্ন আর শেড তৈরি করা হয়েছে—সামনের দিকটা খোলা। পিছনে কটনউড, পাইন আর ফার গাছ দেখা যাচ্ছে। বিকেলের রোদ করালের ঘোড়াগুলোর ওপর পড়ে চিকচিক করছে।

আস্তাবল থেকে একজন বয়স্ক লোক বেরিয়ে এল—হাতে কারবাইন। 'দাঁড়াও, স্টেঞ্জার, যেখানে আছ সেখানেই দাঁড়াও। এখানে কি চাও তুমি?'

দাঁত বের করে হাসল ভন। সাবধানে হাত উঠিয়ে হ্যাটটা পিছন দিকে ঠেলে দিল। 'মিসেস জুলিয়েট হার্পারের খোজে এসেছি আমি,' বলল সে। 'খবর আছে।' একটু ইতস্তত করল সে। 'তার স্বামীর খবর।'

কারবাইনের মুখটা একটু নিচু হল। 'ওর খবর? কি সংবাদ?' 'খবর ভাল নয়,' জানাল প্যাকার। 'মারা গেছে সে।' মনে হল বুড়ো একটু আশ্চর্য হল। 'নামো,' বলল বুড়ো। 'ও মারা পড়েছে বলেই আমরা ধারণা করেছিলাম। কি হয়েছিল? ইতস্তত করল ভন। 'এল পেসোর সেলুনে ফাইট বাধিয়ে ড্র করতে দেরি করে ফেলেছিল।'

'জন কখনোই ফাস্ট ছিল না।' ভনকে খুঁটিয়ে দেখল বুড়ো। 'আমার নাম ল্যারি ক্যাডওয়ান্ডার। তুমি নিশ্চয় কেবল জনের মৃত্যু সংবাদ জানাতে এতদূর আসোনি—তাহলে?'

'সেটা মিসেস হার্পারকে জানাব। যাহোক, শুনেছি তুমি পুরনো লোক, তাই তোমাকে বলতেও বাধা নেই। আমি মিসে-

সের জন্য কিছু টাকা নিয়ে এসেছি। জন হার্পার তার মৃত্যুশয্যায় ওটা আমার হাতে দিয়ে বৌ-এর কাছে পৌঁছে দিতে বলেছিল। পাঁচ হাজার ডলার।'

'পাঁচ হাজার!' অবাধ হয়ে তাকাল হ্যারি। 'নিশ্চয় তোমার ওপর জনের গভীর আস্থা ছিল। তাই বিশ্বাস করে এত টাকা তোমার হাতে তুলে দিয়েছে। তোমাদের কি অনেক দিনের পরিচয়?'

মাথা নাড়ল প্যাকার। 'মাত্র কয়েক মিনিট। মৃত্যুশয্যায় মানুষের বেশি বাছাবাছির সময় থাকে না।'

র্যাঙ্কহাউসের দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দে দু'জনেই ঘুরে তাকাল। একটা হিমছাম গড়নের মেয়ে ওদের দিকে এগিয়ে আসছে। সূর্যের আলোয় ওর লাল চুল উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। সাধারণ একটা স্মুতির জামা পরেছে তরুণী। চমৎকার সুগঠিত কাঠামো মেয়েটার। ওর সামনেই পাঁচ-ছয় বছর বয়সের একটা ছেলে ছুটে আসছে। ভনের দিকে লাফিয়ে আসতে গিয়েও হঠাৎ থেমে দাঁড়িয়ে প্রথমে ওর চেহারা দেখল, তারপর পিস্তল ছুটোর দিকে তাকাল।

'হাওডি, ইয়াং ম্যান!' হাসিমুখে বলল ভন। 'তোমার স্পার কোথায়?'

ছেলেটা একটু খতমত খেয়ে গেছে; লজ্জা পাচ্ছে। প্রশ্ন শুনে অবাধ হয়ে নিজেকে আরও গুটিয়ে নিল সে। 'আমার—আমার কোন স্পার নেই!'

'কি? স্পার ছাড়া কাউবয়? এর একটা বিহিত আমাদের

করতে হবে।' মেয়েটার দিকে চাইল ভন। 'কেন আছ, মিসেস হার্পার? আমি ভন-প্যাকার। ছুংথের বিষয় আমি কিছু খারাপ সংবাদ এনেছি।'

মেয়েটার মুখটা একটু ফাকাসে হল, কিন্তু চিবুক উচু করল সে। 'তুমি আমার সাথে বাসায় এস, মিস্টার প্যাকার। হ্যারি, তুমি ওর ঘোড়াটাকে করালে নিয়ে যাও।'

বসার ঘরটা প্রশস্ত আর ঠাণ্ডা। মেঝেতে নাভাজ্জা কার্পেট বিছান। চেয়ার আর সোফা চমৎকার পাকা চামড়ায় বাঁধান। অ্যারিজোনার রোদে ঘোড়া চালিয়ে আসার পর এই উপভোগ্য ঠাণ্ডা পরিবেশে প্রশংসার দৃষ্টিতে চারপাশ দেখল ভন। সবকিছুর মাঝে মেয়েটাকে সুন্দর মানিয়েছে।

ভনের মুখোমুখি হল জুলিয়েট। 'শক্ত হওয়ার চেষ্টা করে লাভ নেই, আমাকে যখন খারাপ খবরটা শুনতেই হবে, বলে ফেল।'

যতটা সম্ভব শান্তভাবে সবটা ক্রম ব্যাখ্যা করল সে। পুরোটা শুনে জুলিয়েটের মুখ সাদা আর স্তব্ধ হয়ে গেল। 'আমি—আমি এই ভয়টাই করেছিলাম। ও যখন চলে গেল তখনই আমার মনে হয়েছিল আর ফিরবে না। জন-ভেবেছিল—বিশ্বাসও করত, সে বিফল হয়েছে। আমাকে বা তার বাবাকে সে কিছুই দিতে পারেনি।'

পকেট থেকে অয়েলব্লুথে মোড়া প্যাকেটটা বের করল ভন। 'তোমার জন্যে সে এটা পাঠিয়েছে। বলেছিল এতে পাঁচ হাজার ডলার আছে, আমি যেন টাকাটা তোমার হাতে পৌঁছে দিই।'

হাতে নিয়ে প্যাকেটটার দিকে তাকিয়ে রইল জুলিয়েট। ওর

চোখ ছোটো জলে ভরে উঠেছে। 'হ্যাঁ।' গঁলার স্বরটা এত নিচু যে ভন প্রায় শুনতেই পাচ্ছে না। 'এটা ওর মতই কাজ। হয়ত মনে করেছিল আমার বা আমাদের জন্যে এর বেশি কিছু সে করতে পারবে না।' চোখ তুলে তাকাল জুলিয়েট। 'আমরা একটা ভীষণ যুদ্ধের সাথে জড়িয়ে পড়েছি—এটা সেই লড়াই চালিয়ে যাওয়ার টাকা।'

'আমি—আমার মনে হচ্ছে জন ভেবেছিল, যেহেতু সে ফাইটার নয়, এতে আমাদের সাহায্য হবে। ক্ষতিপূরণ হবে। তুমি হয়ত ভাবছ এসব আমি কি বলছি।'

'না,' বলল সে। 'তা ভাবছি না। আমার এখন বাইরে ওদের কাছে যাওয়া উচিত। তুমি হয়ত কিছুক্ষণ একা থাকতে চাইবে।'

'দাঁড়াও।' ভনের হাতা খামচে ধরল মেয়েটা। 'তুমি জনের মৃত্যুর সময়ে ওর কাছে ছিলে—আমাদের সাহায্য করতে এতদূর এসেছ, তাই আমি চাই তুমি জান যে আমাদের মধ্যে কোন গোলমাল বা বিরোধ ছিল না। এটা—মানে, জন ভাবত সে কাপুরুষ, ভাবত সে আমাকে ব্যর্থ করেছে।'

'ইয়েলোজ্যাকেটে গ্যালাশা রীড সাথে আমাদের কিছু গোলমাল হয়। হ্যারি বিলেট গায়ে পড়ে জনকে চ্যালেঞ্জ করল। ওকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল বিলেট। কিন্তু জন লড়ল না। ও—ও পিছিয়ে গেল। সুবাই ওকে কাপুরুষ বলল, এবং ও পালাল। চলে গেল।'

মেঝের দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে ভাবছে ভন প্যাকার। যে লোকটা তার সাথে ঝগড়া বাধিয়ে এল পেসোর বারে পিস্তল ড

করেছিল, সে আর যা-ই হোক কাপুরুষ নয়। সে কি নিজের কাছে কিছু প্রমাণ করতে চেয়েছিল? হয়ত, কিন্তু ভীৰু সে কিছুতেই নয়।

‘ম্যাম,’ বলে উঠল সে, ‘তুমি তার বিধবা স্ত্রী, তার সন্তানের মা। তোমার একটা কথা জানা দরকার। সে আর কি ছিল তা জানি না, ওকে ওই অল্পক্ষণে বেশি চেনার সুযোগ আমার হয়নি, কিন্তু মানুষটা কাপুরুষ ছিল না। বিন্দুমাত্র না!’

‘শোন।’ একটু ইতস্তত করল ভন। ওর জন্যে এটা একটা অস্বস্তিকর পরিস্থিতি। মেয়েটাকে জানাতে চাচ্ছে না সে-ই তার স্বামীকে হত্যা করেছে, অথচ চাইছে স্বামীকে সে যেন কাপুরুষ না ভাবে। ‘ও যখন পিস্তল বের করার জন্যে হাত বাড়ায় তখন আমি ওর চোখের দিকে চেয়েছিলাম। আমি ওখানে উপস্থিত ছিলাম, ম্যাম, সবই দেখেছি। জন হার্পার ভীৰু ছিল না।’

রাতে বান্ধে শুয়ে ভাবছে ভন। পাঁচ হাজার ডলারের ব্যাপারটা ওর কাছে এখনও রহস্যই রয়ে গেছে। টাকাটা কোথেকে এল? জন ওটা কোথায় পেল?

পাশ ফিরে কয়েক মিনিটের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল প্যাকার। ভোরেই সে রওনা হবে।

পরদিন একটু বেলা করেই বিছানা ছাড়ল ভন। বেশ সময় নিয়ে গোসল আর শেভ সারল সে। রোদটা পিঠের ওপর িড়ি লাগছে। ভাল বোধ করছে, এখন সে আবার মুক্ত ভবঘুরে। বান্ধহাউসে গানবেন্ট পরছে, এই সময়ে ঘোড়ার খুরের শব্দ

ক্ষতিপর

শুনতে পেল। দরজার কাছে এসে বাইরের উকি দিল সে।

কনডো বা ল্যারি কাউকে আশেপাশে দেখা যাচ্ছে না। তিনজন আরোহী উঠানে এসে দাঁড়িয়েছে। ওদের একজনকে ইয়েলোজ্যাকেটে দেখেছে ভন, আর সবথেকে লম্বা লোকটা গ্যালুশা রীড। বিরাট আকার ওর, কিন্তু দেহে কোথাও চর্বি নেই। চোয়াল দুটো নির্ভুর।

জুলিয়েট হার্পার বারান্দায় বেরিয়ে এল। ‘ম্যাম,’ রীড বলে উঠল, ‘আমরা তোমাকে এখান থেকে উচ্ছেদ করতে এসেছি। দশ মিনিট সময় দিচ্ছি, এরমধ্যেই সব প্যাক করে নাও, আমার লোকেরা তোমার জন্যে একটা বাকবোর্ডের ব্যবস্থা করবে। এই গোলমাল অনেকদিন চলেছে—কিন্তু আমার দাবি অনেক আগের। তোমার যেতে হবে।’

চট করে আস্তাবলের দিকে তাকাল জুলিয়েট, কিন্তু মাথা নাড়ল রীড। ‘ল্যারি বা কনডোকে খুঁজে লাভ নেই,’ বলল সে। ‘ওরা অনেক দূরে সরে যাওয়ার পরই আমরা এসেছি। আমার লোকজন ট্রেইলটা পাহারা দিচ্ছে। কোন ঝামেলা ছাড়াই আমি দখল নিতে চাই।’

‘তুমি ফিরে যেতে পার, মিস্টার রীড। আমি এখান থেকে নড়ছি না!’

‘আমার বিশ্বাস তুমি যাবে,’ ধৈর্যের সাথে বলল গ্যালুশা। ‘আমরা জানি তোমার স্বামী মারা গেছে। তুমি এখনও আমার র্যাঞ্জে গ্যাঁট হয়ে বসে থাকবে, এটা আমি আর সহ্য করব না।’

‘এটা আমার র্যাঞ্জে, এবং আমি এখানেই থাকব।’

হাসল রীড। 'তোমাকে জোর করে বের করতে আমাদের বাধ্য কর না, ম্যাম। এখানে'—হাত নেড়ে চারপাশ দেখাল— 'আমরা যা খুশি করতে পারি, কেউ জানবেও না। তোমাকে এখনই যেতে হবে।'

ভন প্যাকার বাস্‌হাউস থেকে বেরিয়ে ক্রতপায়ে আরোহীদের দিকে তিন কদম এগোল। শান্ত সে, আত্মবিশ্বাসও পুরোমাত্রায় আছে, কিন্তু ওর ভিতরটা ঝামেলার আমন্ত্রণে লাফাচ্ছে। ওই অনুভূতিটাকে দমাবার জন্যে এক মুহূর্ত স্থির হয়ে থেকে কথা বলল।

'রীড, তুমি একটা মাথামোটা গুণ্ডা। তুমি লোকজন সহ এক মহিলার দুর্বলতার সুযোগ নিতে এসেছ—ভেবেছিলে সে নিঃসহায়। কিন্তু এই মহিলা মোটেও দুর্বল নয়। এবার তোমরা লক্ষ্মী ছেলের মত ফেরার পথ ধরতে পার। আর হ্যাঁ, এখানে আর কখনও এস না।'

রীডের চেহারা অপমানে সাদা হল, তারপর লাল হল রাগে। একটু ঝুঁকল সে। 'তাহলে তুমি এখনও এখানে আছ? ভাল। তোমাকে পালাবার একটা সুযোগ আমি দেব। ভাগো!'

আরও এক পা আগে বাড়ল প্যাকার। ভিতরের তেতো রাগটা ফেটে বেরিয়ে আসতে চাইছে। তিনজনের ওপরই চোখ রেখেছে সে। দেখল একজনের চোখ বিপদের আশঙ্কায় একটু বিক্ষিপ্ত হল।

'সাবধান, বস্! সাবধান!'

'ঠিক তাই, রীড, সাবধান। মনে করেছিলে মেয়েটাকে একা

পাবে। কিন্তু দেখতেই পাচ্ছ সে একা নয়। এবং মহিলা আমাকে কাউহ্যাণ্ড হিশেবে রাখতে চাইলে আমি থাকব। তুমি দেশ ছেড়ে না পালালে তোমার মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত থাকব। এর যেকোন একটা তুমি নিজের পছন্দ মত বেছে নিতে পার।

'তোমরা তিনজন, আমি একা। এটাই আমার পছন্দ। এতে লড়াইটা সমানে-সমানে হবে। শকুনের খাদ্য হতে চাইলে তোমার হাতটা পিস্তলের দিকে আরও আধাইঞ্চি বাড়ান, ব্যস আর কিছু লাগবে না। তোমাদের তিনজনের জন্যে ওই একই শর্ত।'

আরও আগে বাড়ল প্যাকার। ওর ভিতরটা এখন লড়াই-এর নেশায় রীতিমত দাপাদাপি করছে। কিন্তু বাইরে সে শান্ত, প্রতিটা পেশী সজাগ আর তৈরি। আবার আগে বাড়ল ভন। আঙুলগুলো ছড়ান।

'এস! মড়া-থেকো কয়োটির দল। দেখতে চাই তোমাদের কত সাহস। ড্র কর!'

রীডের ঠাণ্ডা আর স্তব্ধ চেহারা। মুখটা আঁকড়ে রয়েছে; চোখ দুটো বিক্ষিপ্ত। একটা ষষ্ঠ অনুভূতি ওকে সতর্ক করল যে এই ব্যাপারটা আলাদা। নিজের মৃত্যুর দিকেই চেয়ে আছে সে। হঠাৎ গ্যালুশা উপলব্ধি করল এত উঁচু স্টেকে জুয়া খেলার নার্ভ তার নেই।

সামনে দাঁড়ান শান্ত লোকটার ভিতরকার উদগ্রীবতা সে দেখতে পেল। টের পেল লোকটা বাইরে ঠাণ্ডা দেখালেও ওর ভিতরে রয়েছে ভয়াবহ প্রচণ্ডতা, যা বাইরে বেরিয়ে আসার জন্যে তৈরি। চিন্তাটা ওকে অসুস্থ করে তুলল; ভিতরটা হিম হয়ে আসছে।

‘বস্!’ পাশের লোকটা ফিসফিস করে বলল, ‘চল, যাই।
এই লোকটা সাক্ষাৎ বিষ!’

আলগোছে হাতটা ধীরে সামনে পমেলের ওপর নিয়ে এল
রীড। ‘জুলিয়েট, তাহলে তুমি গানফাইটার ভাড়া করা শুরু
করেছ? ওই পথই শেষে বেছে নিলে?’

‘তুমিই পথ দেখিয়েছ,’ ঠাণ্ডা স্বরে জবাব দিল মেয়েটা। ‘এখন
বিদেয় হও।’

‘ফেরার পথে হার্ডক্যাবল ক্যানিয়নে একটু থেমো,’ বলল
ভন। ‘তোমার পাঠান খুনী হুজনের একজনকে তুমি ওখানে
পাবে।’

অবাক হয়ে ওর দিক তাকাল রীড। ‘তুমি কি বলছ বুঝতে
পারছি না।’ চটে উঠল সে। ‘আমি কাউকে পাঠাইনি।’

ওখানে দাঁড়িয়েই ভন প্যাকার আরোহী তিনজনের ট্রেইল ধরে
ফিরে যাওয়া দেখল। রীডের চেহারায় সত্যিকার বিশ্বাস ছিল,
কিন্তু সে না পাঠালে ওই হু’জনকে কে তার পিছনে লাগিয়ে-
ছিল? লোকহুটো এল পেসো আর সিলভার সিটিতে ছিল, তবে
ওরা এই এলাকাটাও ভালভাবে চেনে। ইয়েলোজ্যাকেটে নিশ্চয়
ওদের পরিচিত লোক আছে। এমনও হতে পারে ওরা জন
হার্পারকেই অনুসরণ করছিল, টাকার প্যাকেটটা হাতে আসার
পর ওর পিছু নিয়েছে।

জুলিয়েটের দিকে ফিরে হাসল ভন। ‘ভীক কয়োটের দল,’
বলল সে। ‘সাহস একটুও নেই।’

অন্তত দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে আছে জুলিয়েট। ‘তুমি—

তুমি সত্যিই ওদের মেরে ফেলতে; তাই না? কেন?’

কাঁধ ঝাঁকাল সে। ‘জানি না। হয়ত এর কারণ—মানে, কেউ
কোন মহিলাকে একা পেয়ে সুযোগ নেবে এটা আমি পছন্দ
করি না। যাইহোক,’—হাসল সে—‘রীডকে আমার ভাল
মানুষ বলে মনে হয়নি।’

‘লোকটা বিপজ্জনক শত্রু।’ সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল জুলিয়েট।
‘তুমি যা বলেছিলে সেটা কি সত্যিই তোমার মনের কথা, মিস্টার
প্যাকার? এখানে থেকে আমার হয়ে কাজ করবে বলায় আমি
জিজ্ঞেস করছি। লোক আমার দরকার, কিন্তু আগেই তোমাকে
জানিয়ে রাখা উচিত যে আমাদের জেতার সম্ভাবনা খুবই কম।
এটা অনেকটা একতরফা ফাইট।’

‘হ্যাঁ, কথাটা মন থেকেই বলেছি।’ কিন্তু সত্যিই কি তাই?
নিশ্চয়। একটা চীনা প্রবাদ ওর মনে পড়ল: কারও জীবন
বাঁচালে সে তোমার দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায়। অবশ্য এখানে পরি-
স্থিতিটা ভিন্ন। এই মেয়ের স্বামীকে সে হত্যা করেছে, স্মুতরাং
ও ঝামেলা কাটিয়ে না ওঠা পর্যন্ত অন্তত তার এখানে থাকা
উচিত।

কিন্তু সে কি শুধু এই কথাই ভাবছে? ‘আমি থাকব,’ বলল
ভন। ‘তোমাকে বিপদমুক্ত করে যাব। সারাটা জীবন লড়ে
এখন থামার কোন অর্থ হয় না। এরচেয়ে অনেক ছোটখাট
কারণেও আমি লড়েছি।’

সারাটা সকাল বাড়ির আশেপাশে কাজ করেই কাটাল ভন।
অনেক কাজ বাকি পড়ে আছে বলেই করছে, কিন্তু সেইসাথে

একা থেকে কিছু ভাবনা-চিন্তা করার অবসরও সে চাচ্ছে।

আস্তাবলের ল্যাচটা ঠিক করার পর ঘুরে ঘুরে সব কোনা থেকে চারপাশের এলাকা খুঁটিয়ে লক্ষ্য করে দেখল। বিশেষ করে কোন কোন পথে ওপরে ওঠা যায় সেটা খেয়াল করল। দূরবীন দিয়ে পাহাড়ের মাঝে কোথায় খাঁজ আর কোথায় ক্যানিয়ন আছে তাও দেখে নিল। দূরবীনের আওতায় যে এলাকা রয়েছে তার একটা মাপ মনেমনে তৈরি করে ফেলল সে।

ছপুরের মাঝামাঝি সময়ে ল্যারি আর কনডো ফিরল। ভনের সাথে দেখা হওয়ার আগেই জুলিয়েটের সাথে ওদের কথা হয়েছে।

‘হাওডি।’ হ্যারির স্বর বন্ধুসুলভ, কিন্তু ওর চোখ দুটো ভনকে ভাল করে যাচাই করে দেখছে। ‘মিস জুলি বলল তুমি রীডকে তাড়িয়ে দিয়েছ। আরও শুনলাম তুমি নাকি এখানেই থাকবে।’

‘হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছ। তার বিপদ না কাটা পর্যন্ত আমি এখানেই থাকব। কেউ আমাকে হুমকি দিয়ে ভয় দেখাবে এটা আমি পছন্দ করি না।’

‘আমিও না।’ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার ভনের দিকে চোখ তুলে তাকাল হুমরি। ‘তবে তুমি মিস জুলিকে নিয়ে মনেমনে কোন মতলব এঁটো না যেন। মেয়েটা খুব সরল।’

রেগে চোখ তুলল ভন। ‘তুমিও আজ্ঞেবাজে বাড়তি চিন্তায় মাথা ভারি কর না,’ ঠাণ্ডা স্বরে বলল সে। ‘তোমার মত আমিও তাকে সাহায্য করছি, এবং আমরা তার স্বার্থেই একসাথে কাজ করব। ব্যক্তিগত কোন ব্যাপারে তোমার নাক না গলানই ভাল। আমি শুধু এটুকু বলতে পারি, এই লড়াই শেষ হলে আমি

নিজের পথ ধরব।’

‘ঠিক আছে,’ নরম সুরে বলল সে। ‘আমাদের সাহায্য দরকার।’

সম্পূর্ণভাবেই তিনটা দিন কেটে গেল। কাজের মধ্যে ডুবে গেল ভন। অক্লান্ত পরিশ্রম করছে। সে নিজেও জানে না কেন এত খাটছে। নিচে বর্নার ধারে লম্বা মাঠটায় খুঁটি গেড়ে তারকাটার বেড়া দিল। তারপর কালডোকে সাথে নিয়ে রিমের কাছে যেসব গরু ছিল তাদের তাড়িয়ে বেড়ার ওপাশে দিয়ে এল। ওখানকার ঘাস ভাল, অনেকদিন গরু চরালেও সহজে ফুরাবে না। একটা ত্র্যাণ্ড করার লোহা নিয়ে বাকি গরুগুলোকে ত্র্যাণ্ড করার কাজও শেষ করল।

বছরখানেক হল র্যাঙ্কের কাজের লোকের ঘাটতি। তাই অনেক কাজই পড়ে আছে। সন্ধ্যায় যন্ত্রপাতি মেরামত করা ছাড়াও র্যাঙ্কের আশেপাশে টুকিটাকি কাজ করে ভন, আর রাতের বেলা গভীর ঘুম দেয়। এর মাঝে আর জুলি হার্পারের সাথে ওর দেখা হয়নি।

কিন্তু দেখা না হলেও ভন সর্বক্ষণ ওর কথাই চিন্তা করে। মেয়েটা প্রথম দেখার দিন বৈঠকখানায় যেভাবে দাঁড়িয়েছিল, সেই ছবিটাই বারবার চোখের সামনে ভাসে। জুলি কিভাবে বড় বড় কালো চোখে তাকিয়ে ওর কথা শুনছিল; কিভাবে সে বারান্দায় দাঁড়িয়ে গ্যালুশা রীড আর তার সঙ্গীদের মুখোমুখি হয়েছিল, সবই মনের পর্দায় দেখতে পায় ভন।

সে কি মেয়েটার কাছে একটা ঋণ আছে মনে করে বলেই

এখানে রয়ে গেছে, নাকি জুলির জন্যেই ?

র্যাঙ্কের আনাচে-কানাচে জন হার্পার লোকটা যে কেমন ছিল, তার ছোটখাট অনেক আভাসই পেয়েছে প্যাকার। ল্যারি ওকে ভালবাসত, কনডোও তাই। লোকটা ঘোড়ার যত্ন নিত। চিন্তা-শীলও ছিল। কিন্তু দাঙ্গাকে সে ঘৃণা করত, এবং এড়িয়ে চলত। ধীরেধীরে জনের চমৎকার চরিত্রের যে ছবিটা ভন দেখতে পেল সেটা এই পরিবেশে নিতান্তই বেমানান।

পশ্চিমে জন্ম, অথচ নরম শান্তিপ্ৰিয় মন। অবস্থার ফেরে পড়ে সে র্যাঙ্ক বিবাদ আর দাঙ্গায় জড়িয়ে পড়ল। নিজের দুর্বলতা সে জানত। চামড়ার দড়ি বুনতে বুনতে এসব কথাই ভাবছিল ভন, এমন সময়ে জুলি এসে হাজির হল।

ভন ওকে আসতে দেখেনি—দেখলে হয়ত এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করতে পারত। কিন্তু মেয়েটা একেবারে সামনে এসে পড়ার পর সে টের পেল।

‘তুমি অনেক পরিশ্রম করছ, মিস্টার প্যাকার।’

‘খেটে খাচ্ছি, ম্যাম। দেখছি অনেক কাজই পড়ে আছে। তাছাড়া আমি বসে থাকার চেয়ে ব্যস্ত থাকতেই পছন্দ করি।’ দড়িটা চোখের সামনে তুলে ধরে উল্টেপাল্টে দেখল সে।

‘একটা বিষয়ে আমি তোমার সাথে আলাপ করতে চাইছিলাম,’ বলে চলল ভন। ‘হয়ত তুমি এটাকে অনধিকারচর্চা বলে ভাবতে পার, কিন্তু তবু না বলে পারছি না। বনির সাথে এরমধ্যেই আমার বেশ ভাব হয়েছে—ছেলেটা খুব বুদ্ধিমান। সবই একদিনে শিখে ফেলতে চায়—শেখা আর জানায় ওর খুব আগ্রহ। এখন

বড় হচ্ছে ও, একদিন তোমাকে তার বাপের সম্পর্কে প্রশ্ন করবে। তখন তুমি ওকে ধোঁকা দিয়ে ভোলাতে পারবে না। আমার ধারণা তোমার জন্যে টাকা আনতেই ভন এল পেসো গেছিল। মনে হয় ও জানত যে সে ফাইটার নয়। তাই ভেবেছিল ওই টাকা দিয়ে সে গানফাইটার ভাড়া করলে সবদিক রক্ষা হবে। হ্যারি বিলেটের হাতে মারা পড়লে টাকাটা কোনদিন তোমার হাতে পৌঁছান যাবে না জেনে ইচ্ছে করেই অপমান হজম করে সেদিন সে পিছিয়ে গেছিল—ভয়ে নয়।’

কথা বলল না জুলি। ওখানে নীরবে দাঁড়িয়ে দ্রুত আঙুল চালিয়ে ভনের দড়ি বোনা দেখল। শেষে বলল, ‘হ্যাঁ, এসব কথা আমারও মনে হয়েছে। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না এত টাকা সে কোথায় পেল। না জেনে ওটা ছুঁতে আমার বাধছে।’

‘বোকামি কর না,’ বলল ভন। ‘টাকাটা ব্যবহার কর। ওটা আর কারও এতটা কাজে আসবে না। তাছাড়া র্যাঙ্কের জন্যে তোমার লোক নিতে হবে।’

‘কিন্তু আমার হয়ে কে কাজ করবে?’ ওর গলার স্বরটা নিচু আর তেতো শোনা। ‘কেউ যেন এখানে কাজ না করে তার ব্যবস্থা রীড করেছে।’

‘আমি শহরে গেলে হয়ত কিছু লোকের ব্যবস্থা করতে পারব।’ শেক্সপীয়ার ‘কোট’ করা ইংলিশ কাউহাও মাভিন বেকারের কথা ভাবছে সে। ‘আমার বিশ্বাস অন্তত একজনকে আমি আনতে পারব।’

‘অনেক কিছুই করা বাকি রয়েছে। ল্যারি বলছিল তুমি একাই

তিনজনের কাজ করছ।’

উঠে দাঁড়াল ভন। একটু পিছিয়ে গেল জুলি। নতুন করে সে উপলব্ধি করল ভন কতটা লম্বা। মেয়েদের তুলনায় সে লম্বা, কিন্তু তবু সে মাত্র ওর ঠোঁট সমান উঁচু। নিজের চিন্তায় নিজেই একটু লজ্জা পেল মেয়েটা। এবার কোমরে ঝোলান পিস্তল ছুটোর দিকে নতুন পড়ল ওর। সব সময়েই ওগুলো পরে থাকে সে—একটু নিচুতে, আর ফিতে দিয়ে বাঁধা।

‘ল্যারি বলছিল তুমি খুব ফাস্ট পিস্তল চালাতে পার। এবং তুমি—তুমি নাকি গানফাইটারের ধাতে গড়া।’

‘সম্ভবত।’ নামটা ওর মনে কোন তিক্ততার সৃষ্টি করল না। ‘অস্ত্র প্রচুর ব্যবহার করেছি আমি। গান আর ঘোড়া; এগুলো সম্পর্কেই আমি সবথেকে ভাল জানি।’

‘তুমি আমিতে কোথায় ছিলে? আমি তোমার হাঁটা আর ঘোড়া চড়া লক্ষ্য করে দেখেছি, ওতে মিলিটারি ট্রেইনিঙের আভাস পাওয়া যায়।’

‘কয়েক জায়গাতেই ছিলাম। তবে বেশিরভাগ আফ্রিকায়।’
‘আফ্রিকা?’ বিস্ময়ে অভিভূত হল সে। ‘ওখানে ছিলে তুমি?’

মাথা ঝাঁকাল ভন। ‘মরুভূমি আর পাহাড়ের দেশ। মরক্কো আর সাহারা হয়ে টিমবাকটু আর লেক চ্যাড—সবসময়ে লড়াইয়ের ওপরই কেটেছে।’ সন্ধ্যা হচ্ছে। ওরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে অন্ধকার হয়ে আসছে। বাইরে বেরিয়ে এল ভন। ছুঁ একটা তারা দেখা যাচ্ছে আকাশে। রিমের পশ্চিম পাশের লাল আভাটা নিশ্চয় হয়ে আসছে।

‘আগামীকাল শহরে গিয়ে আমি একটু ঘুরে ফিরে দেখব। তুমি হ্যারি আর কলভোকে কাছাকাছিই রেখ।’

ভোরে ইয়েলোজ্যাকেটের পথ ধরল প্যাকার। লম্বা পথ—বেশিরভাগই ট্রেইল এড়িয়ে চলছে, তবু বিপদের জন্য তৈরি। গাছের আড়াল দিয়ে চলছে বলে ওর একটু বাড়তি সুরীধা হয়েছে। মাটিতে কার্পেটের মত ‘পাইন নীডল’ বিছিয়ে আছে বলে খুরের শব্দ শোনা যাচ্ছে না।

পথ চলতে চলতে জমির মালিকানা সমস্যা নিয়ে ভাবছে সে। সব গোলমাল মিটিয়ে জমিটা রাখতে হলে তাকে দলিলগুলোর ব্যাপারে জানতে হবে। ফার্নাণ্ডেজ বা সোনোমা, কার দাবি খাটি এটা অনুসন্ধান করে বের করে সেইমত ব্যবস্থা নিতে হবে।

জন হার্পার ওই পাঁচ হাজার ডলার কোথায় পেল, সম্ভব হলে সেটাও জানা দরকার। কেউ কেউ ভাবতে পারে টাকা ওর কাছে ছিল, এই সত্যটাই যথেষ্ট। কিন্তু জন হয়ত কারও কাছে রাফেল একটা অংশ বা পানি ব্যবহার করার অধিকার বিক্রি করে থাকতে পারে। সে যদি টাকাটা অসৎ উপায়ে লাভ করে থাকে তবে জুলি আর ববির ওপর সেটা প্রতিফলিত হবে।

এসব করার পর সে নিজের রাস্তা দেখতে পারবে, কারণ এর মধ্যে গ্যালুশা রীডের সমস্যাটাও মিটিয়ে ফেলবে ভন।

মাত্র কয়েকদিন হল পিভটরকে এসেছে, কিন্তু এরই মধ্যে জায়গাটাকে ভালবেসে ফেলেছে ও। জুলিকে এড়িয়ে চললেও ববিকে এড়িয়ে চলেনি ভন। ছেলেটা যখন ওকে পছন্দ করে—খন্টার পর যখন একসাথে সময় কাটিয়েছে ওরা।

ওকে ব্যস্ত রাখার জন্যে চামড়া কিভাবে বুনতে হয় তা শিখিয়েছে। ভন যখন বলগা, ঘোড়ার মাথার সাজ, বা অন্য কিছু মেরামত করছে তখন ছেলেরা ওর পাশে বসেই আনাড়ি হাতে চামড়ার বেণী গাঁথছে।

একটু অস্বস্তিভরেই জুলির সাথে কিছুক্ষণ একা কাটানর কথা ভাবল ভন। জিনের ওপর নড়েচড়ে বসে মুখ বাঁকাল সে। ওই মেয়েটাকে হার্পারের বিধবা বৌ ছাড়া অন্য কোন রূপে ভাবা ওর ঠিক হবে না। হ্যাঁ, বিধবা। এবং সে-ই ওকে বিধবা করেছে— তিক্তভাবে ভাবল প্যাকার।

মেয়েটা যখন জানবে সে কি জবাব দেবে? চিন্তাটা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করলেও ওটা মাথার মধ্যে রয়েই গেল। আজ হোক কাল হোক জুলি জানবে সে নিজেকে না বললেও কথাটা রীড ওর কানে তুলবে।

বেশ দেরিতেই ইয়েলোজ্যাকেটে পৌঁছল প্যাকার। লিভারি স্টেবলের সামনে নেমে ঘোড়া নিয়ে ভিতরে ঢুকল সে। মন্টি ওর কাছে এগিয়ে আসল। অবাক চোখে ভনের মুখ দেখছে। 'তোমার সাহস আছে বলতে হবে। রীড খেপেছে। ক্ষিপ্ত অবস্থাতেই সে শহরে ফিরেছিল—সিল ডাইক বলে বেড়াচ্ছে তোমার কপালে খারাবী আছে।'

লোকটার দিকে চেয়ে হাসল ভন। 'এটাই আমি আশা করছিলাম। তুমি কোন দলে?'

বিষন্ন মুখে মন্টি বলল, 'ব্যক্তিগতভাবে আমি ডাইককে পছন্দ করি না। আসলে শহরবাসী কেউই ওকে পছন্দ করে না। নিজে-

কে খুব বড় বলে ভাবে—কারও সাথে কখনও ভাল ব্যবহার করেনি সে। তুমি যখন ওকে সেলুনে বোকা বানিয়েছিলে সেদিন আমার চেয়ে খুশি আর কেউ হয়নি। ওর জন্যে মৃত্যুর চেয়েও বড় শাস্তি হয়েছে ওটা। তবে লোকটার মরণ ঘনিয়ে এসেছে সন্দেহ নেই।'

'তাহলে আমার ঘোড়াটা রাখ তুমি, ফস্কা গেরোতে বেঁধো।'

'নিশ্চয়, ওকে কর্নও খাওয়াব আমি। তোমার ঘোড়ার জন্যে সব সময়েই কর্ন।'

রাস্তায় বেরিয়ে এল ভন প্যাকার। ওর পরনে ধূসর উলের শার্ট আর নীল জীনস। কালো হ্যাটটা চোখের ওপর টানা। ছায়ার ভিতর দিয়ে পথ চলছে সে। প্রথমে পেপি ফার্নাণ্ডেজের সাথে দেখা করে পরে একটু ঘুরে দেখবে। ল্যারির সাথে কথা বলে ভন জেনেছে এই পেরির দাদার কাছ থেকেই জমিটা নিয়েছিল বিল হার্পার। মাভিন বেকারকেও তার দরকার।

মাভিনের কথা মনে পড়তেই সে আবার আস্তাবলে ফিরল। 'মাভিন বেকারের ঘোড়াতেও জিন চাপিয়ে রেখো। ও আমার সাথেই যাবে।'

'মাভিন?' অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল মন্টি। 'সে তো বন্ধ মাতাল—কয়েক দিন থেকে একই অবস্থা।'

'ঘোড়ায় জিন চড়াও। আমি ওকে নিয়েই ফিরব। আর তুমি যদি এমন ছ'একজন কাউহ্যাণ্ডকে চেন, যারা দরকার হলে ফাইট করবে, ওদের জানিও আমি লোক নিচ্ছি! ক্যাশ টাকায় ভাল বেতনই পাবে ওরা।'

ইয়েলোজ্যাকেট সেলুনের পিছনে রীডের অফিসে তিনজন লোক বসে আছে। রীড, ডাইক, আর গিলবার্ট স্মিথ।

‘তোমার মনে হয় হ্যারি বিলেট ওকে সামলাতে পারবে?’ জিজ্ঞেস করল রীড। ‘ওর ড্র করা তো তুমি দেখেছ, গিল।’

‘পারবে। তবে সেটা হবে উনিশ-বিশের ব্যাপার। ওদের মধ্যে পার্থক্য বেশি না। তাই আমার মনে হয় সিলকে কাছাকাছি কোথাও রাখাটাই ভাল হবে।’

‘এর মধ্যে আমি নেই,’ বলে উঠল ডাইক। ‘ওই লোকের সাথে আর জড়াতে চাই না আমি। হ্যারিই ওকে সামলাক।’

‘তুমি সামনে নয়, আড়ালে থাকবে,’ শুকনো জবাব দিল স্মিথ। ‘নিরাপদে হোটেলের দোতালায় উইনস্টেচার হাতে অপেক্ষা করবে তুমি।’

মুখ তুলে চেয়ে জিব দিয়ে ঠোঁট চাটল সিল। হত্যা তার কাছে মতন কিছু নয়। কিন্তু এই লোকটা এত নিলিগুভাবে হত্যার কথা বলে যে তার গা শিউরে ওঠে।

‘ঠিক আছে,’ মেনে নিল সে। ‘কিন্তু আগেই বলেছি প্যাকারের বিরুদ্ধে লড়ায় আমার বড় একটা টান নেই।’

‘ওকে জ’মর’ এমন জায়গায় নিয়ে আসব যেন তুমি পাশ থেকে গুলি করার সুযোগ পাও। প্রথম গুলিতেই তোমার ওকে শেষ করতে হবে, কিন্তু গোলাগুলি শুরু না হওয়া পর্যন্ত তুমি অপেক্ষা করবে।’

হালকাভাবে দরজা খুলে হ্যারি বিলেট ঘরে ঢুকল। নমনীয়

দেহ বাদামী রঙের লোকটার চলাফেরা শিকারী পশুর মতই সাবলীল। শিল্পীর মত হাত ছোটো একটু চঞ্চল আর অস্থির। ‘বস, লোকটা শহরে এসেছে। ভন প্যাকার।’ ওদের কথা সে বাইরে থেকে শুনেছে।

চেয়ারের পায়া মেঝেতে নামিয়ে সামনে ঝুঁকল রীড। ‘এখানে? এই শহরে?’

‘হ্যাঁ। একটু আগেই ওকে ইয়েলোজ্যাকেটের সামনে দেখলাম। সাহস আছে ওর। কঠিন নার্ভ।’ সিগারেট তৈরি করা শুরু করল বিলেট।

দরজায় মূছ টোকা পড়ল। অনুমতি পেয়ে ঘরে ঢুকল ওউয়েন। হালকা-পাতলা গড়ন, পাকা চুল, আর বুদ্ধিদীপ্ত শাস্ত চেহারার মানুষ।

‘ওর কথা মনে পড়েছে এখন,’ বলল সে। ‘ভন প্যাকার নামটা চেনাচেনা ঠেকছিল, কিন্তু মনে করতে পারছিলাম না। লোকটা কিছুদিন মোবীটির মার্শাল ছিল। আট-নয়জন মানুষ মেরেছে।’

‘ঠিক ধরেছ!’ ঝট করে মুখ তুলল ডাইক। ‘মোবীটি! আমার মনেই পড়েনি। শোনা যায় একবার সে ওয়েস হাউডিনকে অবাস্তিত বলে শহর থেকে বের করে দিয়েছিল—সাহস করে মোকাবিলা করেনি হাউডিন।’

গিলবার্টের দিকে ফিরল বিলেট। ‘তুমি কি এখনই ওকে চাও?’

ইতস্তত করছে স্মিথ। নিজের পালিশ করা বুটের দিকে চেয়ে আছে সে। মার্শাল ডাইককে অপদস্থ করে, আর অসহায় জুলি-

য়েট হার্পারের পক্ষ নিয়ে রীডের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে শহর-
বাসীর মনে হিরোর আসন পেয়েছে প্যাকার। এখন কিছু করতে
হলে ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকেই করতে হবে। ঘটনার সময়ে
সে প্রকাশ্যে এমন জায়গায় থাকতে চায় যেখানে সবাই তাকে
দেখতে পারে।

‘না, এখন না। আমরা অপেক্ষা করব।’ হাসল সে। ‘ওর মত
হুঃসাহসী লোককে যখনই ডাক না কেন আসবে।’

‘কিন্তু কিভাবে আসবে সেটাই প্রশ্ন,’ মুছ স্বরে মন্তব্য করল
ওউয়েন।

বিরক্তি নিয়ে ঘুরে তাকাল গিলবার্ট। ভুলেই গেছিল ওউয়েন
এখনও ঘরেই রয়েছে।—দরকারের চেয়ে অনেক বেশি বলে
ফেলেছে সে। ‘ধন্যবাদ, ওউয়েন। তোমাকে আর প্রয়োজন নেই
এখন। তুমি যেতে পার। কিন্তু মনে রেখ, এখানে যা শুনেছ তা
যেন অন্য কারও কানে না যায়।’

‘নিশ্চয়।’ হেসে দরজার দিকে এগিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল
সে।

ওউয়েনের যাওয়া দেখল রীড। ‘লোকটাকে আমার পছন্দ
হয় না, গিল। ওর ওপর আমার আস্থা নেই।’

‘ওউয়েন? পিয়ানো আর মদ দিয়েই ওকে বশে রাখা যাবে।
ওকে নিয়ে হুশিচস্তা কর না।’

সেলুনের ভিতরটা এক নজর দেখে নিয়ে ইয়েলোজ্যাকেটের
সামনে থেকে সরে গেল ভন। অন্য কোথাও নিশ্চয় কিছু হচ্ছে,

কারণ যাদের থাকার কথা তাদের কেউ ওখানে নেই। একটু
এগিয়ে বাঁয়ের গলিতে ঢুকে সে দ্রুত হাঁটতে শুরু করল।

কতগুলো কটনউড গাছ পেরিয়ে একটা কাঁচা বাড়ির দরজায়
এসে থামল সে। জানালায় আলো দেখা যাচ্ছে।

দরজায় নক করলে দরজাটা একটু ফাঁক হল। স্প্যানিশ
ভাষায় ভন জানাল সে পেরির সাথে দেখা করতে চায়। দরজা
পুরোটা খুলে ওকে ভিতরে ঢুকতে দিল ইণ্ডিয়ানের মত চেহারার
মেয়েটা।

বেশ বড় ঘর। একপাশে ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বলছে। অয়েল-
ক্রথে ঢাকা টেবিলের মাঝখানে একটা তেলের বাতি রাখা আছে।
ওদিকে বিছানায় শুয়ে একটা লোক শান্তিতে নাক ডাকছে।

ছোটো বাচ্চা খেলা খামিয়ে কালো চোখ তুলে ভনের দিকে
তাকাল। মহিলার ডাকে কন্সলের পর্দা সরিয়ে পাতলা গড়নের
এক যুবক ঘরে ঢুকল।

‘পেপি ফার্নান্ডেজ? আমি ভন প্যাকার।’

‘তোমার কথা আমি শুনেছি, সেনর।’

সংক্ষেপে আসার কারণটা জানাল ভন। শুনে মাথা নাড়ল
পেপি। ‘আমি জানি না, সেনর। ওসব অনেক আগের কথা ;
এখন আর আমাদের সেই আগের অবস্থা নেই। আমার বাবা’—
কাঁধ ঝাঁকাল সে—‘তরুণ বয়সে ছ’হাতে টাকা খরচ করতে ভাল-
বাসত।’ একটু চুপ করে থেকে আবার বলল, ‘আমিও বাবার
মতই হয়েছি। টাকা তো খরচ করার জন্যেই, কি বল?’

‘যাক সে কথা, জমির ব্যাপারে কোন কাগজপত্র আমার কাছে

নেই। কিন্তু বাবার কাছে এর কথা অনেক শুনেছি, আমি শিওর যে ওতে সোনোমাদের কোন ন্যায্য দাবি থাকতে পারে না।

‘তোমার যদি কিছু মনে পড়ে তবে আমাকে জানিও।’ হঠাৎ ভনের একটা কথা মনে পড়ল। ‘আচ্ছা, তুমি আপাতত কিছু করছ? কাজ চাও?’

‘কাজ?’ চিন্তাচ্ছন্নভাবে ওকে খুঁটিয়ে যাচাই করল পেপি। ‘সেনরা হার্পারের র্যাঞ্চে?’

‘হ্যাঁ। তুমি তো জান, ওখানে অনেক গোলমাল হতে পারে। আমি নিজে ওখানে কাজ করছি, আর আজ রাতে আরেকজনকে নিয়ে ওখানে ফিরব। যদি চাও, প্রস্রাবটা তোমার জন্য খোলা রইল।’

কাঁধ ঝাঁকাল পেপি। ‘ক্ষতি কি? আমার জীবনের প্রথম বোড়া বৃড়ো সেনর হার্পারই দিয়েছিল। প্রথম রাইফেলও তারই দেয়া। লোকটা ভাল ছিল, ছেলেও তাই।’

‘তাহলে শহরের বাইরে ট্রেইলটা যেখানে ‘বার্ট-এর মাঝখান দিয়ে গেছে, ওখানে আমার জন্যে অপেক্ষা ক’রো। জায়গাটা চেন তো?’

‘সি, সেনর। আমাকে ওখানেই পাবে।’

অলসভাবে পিয়ানো বাজাচ্ছে ওউয়েন। দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল ভন। এক নজরে দেখে নিল কে কোথায় আছে। ফ্রেড বারের পিছনে, মাভিন বেকার টেবিলে মাথা রেখে ঘুমাচ্ছে, আরও জনা-ছয়েক লোক এদিক ওদিক বসে আছে। বারের দিকে রওনা হল ভন। দেখল পিছনের দরজা খুলে একজন ভিতরে এল।

লোকটাকে প্যাকার আগে দেখেনি, কিন্তু ল্যারির নিখুঁত বিধরণের সাথে মিলিয়ে বুঝতে পারছে এরই নাম হ্যারি বিলেট। ভনের মতো লম্বা নয় সে, পাশেও কম। ওর দেহের পাকান তারের মত গড়ন দেখে মনে হয় যেন লোকটা সৃষ্টিই হয়েছে দ্রুত অ্যাকশনের জন্য। ওর লম্বা আঙুলগুলো গোড়া থেকে মসৃণভাবে সরু হয়ে এসেছে। পেশীগুলো ঢিলে। কিন্তু এমন মানুষ সে আগেও দেখেছে বলে বিপদ চিহ্নিত করতে পারছে। ভনকেও একই সাথে দেখেছে হ্যারি, এবং বারে এসে ওর কাছাকাছি দাঁড়াল সে।

ওদের দুজনের ওপরই সবার চোখ। কারণ, মার্শালকে ভনের ছেলেমানুষের মত অপদস্থ করা, আর রীডের সাথে ঠোকাঠুকির খবর সবখানেই ছড়িয়েছে। হ্যারি ওর দিকে চেয়ে শুধু একটু হাসল। জবাবে ভন বলল, ‘আমার সাথে একটা ড্রিঙ্ক চলবে?’

হ্যারি মাথা ঝাঁকাল। ‘আমার আপত্তি নেই।’ কালো হল-দেটে চোখ দুটোতে একটু বিদ্রূপ আর সামান্য কৌতূকের আভাস নিয়ে সে ভনের দিকে চেয়ে আছে। সে আবার বলল, ‘যাকে হত্যা করব, তাকে ড্রিঙ্ক সঙ্গ দিতে আমার একটুও আপত্তি নেই।’

‘আমারও না,’ কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল ভন। লোকটার সরাসরি বলার ভঙ্গি ওর ভাল লেগেছে। ‘তবে আমার হয়ত একটু বাড়তি সুরবিধা আছে। কারণ আমি ড্রিঙ্ক আর হত্যা, দুটোই নিজের পছন্দ মত সময়ে করি—আর তোমাকে আদেশের অপেক্ষায় থাকতে হয়।’

বুক গকেট হাতড়ে তামাক আর কাগজ বের করে সিগারেট তৈরি করা শুরু করল বিলেট। 'তুমি আমার জন্যে অপেক্ষা করবে, কমপাদ্রে। আমি তোমার টাইপের মান্নব চিনি।'

ডিস্ক করছে ওরা, এই সময়ে দরজা খুলে গ্যালুশা রীড বেরিয়ে এল। ওদের একসাথে মদ খেতে দেখে রাগে ওর মুখ কালো হল। তবু কিছু না বলেই সে চলে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ কি যেন মনে পড়ে গেল। থেমে ঘুরে দাঁড়াল সে।

'চমৎকার!' কাগরার সবাইকে শোনাবার জন্যে প্রায় চিৎকার করে বলল সে, 'ভাবছি জুলিয়েট হার্পার যখন জানবে তার স্বামীকে তুমিই হত্যা করেছ, সে কি বলবে।'

'রুমের প্রত্যেকটা লোক মাথা তুলে চাইল। ভনের মুখটা ফ্যাকাসে হল। যে লোকগুলোর চেহারা এতক্ষণ বন্ধুসুলভ বা নিরপেক্ষ ছিল তারা এখন তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল। তারওপর জুলি এখানে জনপ্রিয়, এবং জনও তাই ছিল। এখন লোকগুলো ভনের শত্রু হয়ে দাঁড়াবে।

'ভাবছি এখানে তুমি কেন এলে।' মেয়েটার স্বামীকে খুন করার পর তার র্যাঞ্জেই বা কেন উঠলে?' খুনের ফল ভোগ করতে ওর সামান্য যা কিছু আছে তাও কেড়ে নেয়ার জন্যে, নাকি মেয়েটাকেই তুমি চাও?'

মেজাজ ঠিক রাখার চেষ্টায় নিজের সাথে যুক্ত হচ্ছে ভন। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে স্বাভাবিক স্বরে বলল, 'রীড, তুমিই ওকে র্যাঞ্চ থেকে উচ্ছেদ করার উদ্দেশ্যে লোক নিয়ে ওখানে গেছিলে। আমার এখানে থাকার কেবল একটাই কারণ। আমি নিশ্চিত

করতে চাই যেন র্যাঞ্চটা তারই থাকে, এবং তোমার মতো ভীকু কয়েট যেন ওটা ছিনিয়ে নিতে না পারে।'

প্যাকারের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে রীড। লোকটা ভীষণ রেগেছে, ভন এতদূর থেকেও তার প্রচণ্ডতা অনুভব করতে পারছে। ওর খুব কাছেই রয়েছে বিলেট। রীড যদি পিস্তলের দিকে হাত বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয় তবে বিলেট হয়ত ওর বাম হাত ধরে টান দিয়ে ওকে লক্ষ ভ্রষ্ট করতে পারে। তবু ভন তার জন্যেও প্রস্তুত। আবার ওর ভিতরকার সেই কালো জিনিসটা ফেটে বেরোবার জোগাড় করছে—দাঁঙ্গার দিকে ঠেলে দিতে চাইছে।

আবার সে কথা বলল, গলাটা শান্ত, প্রায় কোমল। 'মনোস্থির করে ফেল, রীড। তুমি যদি মরতে চাও তবে এখানেই ফাইট করতে পার। আর একটা মন্তব্য করলে তার প্রতিটা শব্দ আমি তোমার ওই হোঁৎকা গলা দিয়ে ঠুশে ঢোকাব। বিলেট চাইলে সেও এতে যোগ দিতে পারে।'

হ্যারি বিলেটও নরম স্বরে কথা বলল। 'আমি এর বাইরে, প্যাকার। আমি কেবল নিজের লড়াইগুলো লড়ি। তোমার জন্যে যখন আসি, তখন আমি একাই থাকব।'

ইতস্তত করল রীড। মুহূর্তের জন্যে বিলেটের সাহায্য পাবে মনে করে লড়তে প্রলুব্ধ হয়েছিল। কিন্তু এখন ইতস্তত করছে। হঠাৎ ঘুরে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল সে।

বিলেটকে উপেক্ষা করে নিজের গ্রাসের মদটুকু গলায় ঢেলে মাভিন বেকারের দিকে এগোল। কাছে গিয়ে ওকে ঝাঁকাল। 'চল, তোমাকে বিছানায় শুইয়ে দিই, মাভিন।'

মাভিন নড়ল না। বুঁকে ইংরেজ লোকটার একটা হাত নিজের কাঁধে নিয়ে ওকে দাঁড় করাল ভন। তারপর দরজার দিকে রওনা হল দরজার কাছে গিয়ে ঘুরল সে। ‘আবার দেখা হবে, বিলেট।’

গ্রাস তুলল হ্যারি, হ্যাটটা মাথার পিছন দিকে ঠেলা। ‘নিশ্চয়,’ বলল সে। ‘এবং আমি একাই থাকব।’

কথাটা বলার পর হঠাৎ খেয়াল হল সিল ডাইক আর ওদের পিছনের কামরায় করা প্ল্যানের কথা। ওর চেহারাটা একটু কালো হল, ড্রিস্টটাও তেতো ঠেকছে। গ্রাসটা সাবধানে বারের ওপর নামিয়ে রেখে পিছনের দরজা দিয়ে ভিতরে গেল সে।

গিলবার্ট স্মিত একাই রয়েছে। অলসভাবে তাস নাড়াচাড়া করছে। ‘কাজটা আমি করব না, গিল,’ বিলেট বলল। ‘তোমাকে ওই হত্যাটা আমার হাতে ছেড়ে দিতে হবে। একা আমার হাতে।’

ভন প্যাকার ‘বার্ট’-এর ফাঁকে পেপির দেখা পেল। মাভিন বেকারকে পড়ে যাওয়ার ভয়ে তার ঘোড়ার পিঠে বেঁধে নেয়া হয়েছে। তিনজনে পিভটরকের দিকে রওনা হয়ে পরদিন সকালে বেশ দেরিতেই ওখানে পৌঁছল।

মাভিন বেকারের নেশা ছুটেছে, গালাগালি শুরু করেছে সে। ‘হাইজগাক! তোমার সাহস দেখে আমি অবাক হচ্ছি, প্যাকার! বাঁধন খুলে দাও, আমি ইয়েলোজ্যাকেটে ফিরে যাব। এসব ঝামেলার সাথে আমি জড়াতে চাই না।’

দাঁত বের করে হাসছে ভন। ‘নিশ্চয়, তোমার বাঁধন আঁচি অবশ্যই খুলে দেব। কিন্তু তুমি নিজেই বলেছিলে, শহর ছেড়ে

বেরোন তোমার খুব প্রয়োজন, তাই এই ব্যবস্থা নিলার। আর কোন উপায় ছিল না। আমি তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছি,’ গম্ভীর মুখে বলল ভন, কিন্তু ওর চোখ দুটো কোঁতুকে চিকচিক করছে, ‘সেটা তোমার ভালর জন্যেই। এখন তোমার কিছু টাটকা বাতাস আর ঠাণ্ডা হুধ—’

‘হুধ!’ ফেটে পড়ল বেকার। ‘হুধ খাওয়াবে আমাকে? ওই জিনিস আমি ছুঁয়েও দেখি না! আমাকে একবার ছেড়ে দাও, তোমার পিঠের চামড়া তুলে নেব আমি!’

‘আর এই র্যাকটা রীডের দখল করার জন্যে ছেড়ে যাবে? রীড আর স্মিথ এটা ভোগ করুক এটাই তুমি চাও?’

রক্ত জমাট লাল চোখ দুটো তুলে তাকাল মাভিন। ‘স্মিথের নাম বললে তুমি? এর সাথে গিলবার্ট স্মিথের কি সম্পর্ক?’

‘সেটা আমিও পুরোপুরি জানি না। কিন্তু এর পিছনে যে ওই লোকটার কারসাজি আছে এতে আমার কোন সন্দেহ নেই। আমার মনে হয় রীডকে সে-ই চালাচ্ছে।’

একটু ভাবল বেকার। ‘হতে পারে।’ ভনের গিঁট খোলা দেখছে সে। ‘এদিকটা কখনও আমি ভেবে দেখিনি। কিন্তু এর কারণ কি?’

‘আমার চেয়ে তুমিই ওকে বেশি চেন। হার্পারকে খুন করার জন্যে কেউ হুজন লোককে ওর পিছনে লাগিয়েছিল। আমার মনে হয় না রীড ওদের পাঠিয়েছিল। তাহলে কে পাঠাল?’

‘জানি না।’ আড়ষ্টভাবে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল মাভিন। একটু টলমল করে জিন ধরে নিজেকে সামলে চোরা-চোখে

ভনকে দেখল। 'পায়ে জোর পাচ্ছি না।' অবাক হওয়ার ভাব ফুটে উঠল ওর মুখে। 'আরে! খিদে পেয়েছে আমার। অনেকদিন পর খিদে পেল।'

ভন ছাড়া চারজন কর্মচারী হওয়ায় স্তম্ভভাবেই রান্নাঘরের কাজ এগিয়ে চলল। তবু ভনের মনে শান্তি নেই। সেই পাঁচ হাজার ডলার একটা সমস্যা, তাছাড়া জমির মালিকানার ব্যাপারেও কোন সমাধান পাওয়া যায়নি। রাতের পর রাত পেপির সাথে কথা বলেও কোন ফল হয়নি।

এতদিনেও রীডের কোন চিহ্ন দেখা যায়নি। ছবার দূর থেকে আরোহী দেখা গেছে বটে, কিন্তু ওরা কাছে ভেড়েনি।

ভন অস্থির হয়ে উঠেছে। বৃষ্টিতে পারছে সব বিপদ চারদিক থেকে একবারে ছড়মুড় করেই আসবে। বেকার আর পেপির পিভটরক রান্নাঘরে যোগ দেয়ার কথা রীড নিশ্চয় শুনেছে। সুতরাং এলে ভালভাবে তৈরি হয়েই আসবে সে।

একদিন সকালে মাভিন বলল, 'লিমা বাট-এর কাছে কতগুলো গরু দেখেছি আমি। ওগুলোকে কি এদিকে তাড়িয়ে নিয়ে আসব?'

'আমরা একসাথেই যাব,' জবাব দিল ভন। 'অনেকদিনই ভেবেছি ওদিকটা একটু ঘুরেফিরে দেখে আসব, কিন্তু সুযোগ হয়ে ওঠেনি।'

রোদ ঝলমলে সকাল। ওরা দ্রুত চাঁদমারির মত পাহাড়টার দিকে এগোচ্ছে। রান্নাঘর ছেড়ে অনেক দূরে চলে এসেছে। বিপদের জন্যে তৈরি হয়ে চারপাশে সতর্ক নজর রেখেছে। কিন্তু সাব-

ধানতা সত্ত্বেও আরোহীরা একশো গজের মধ্যে এসে পড়ার পর ওদের দেখতে পেল ভন। পাঁচজন লোক, সিল ডাইক আগে আগে দলটাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসছে। সাদা গোর্গাওয়ালা একজন নবাবত লোকও রয়েছে ওদের সাথে।

দেখা না দিয়ে সরে পড়ার কোন সুযোগ নেই, তাই ভন আর মাভিন সরাসরি ওদের দিকেই এগোল। লোকগুলো লাগাম টেনে ধেমে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। প্যাকারকে দেখে ডাইকের মুখে বিষয়ের হাসি ফুটে উঠল।

'ওইযে তোমার লোক, মার্শাল!' সন্তোষের সাথে বলল সে। 'কালো হ্যাট পরা লোকটাই ভন প্যাকার।'

'কি ব্যাপার?' শান্ত স্বরে প্রশ্ন করল ভন। সাদা গোর্গাওয়ালা লোকটার বুকে আঁটা স্টারটা আগেই লক্ষ্য করেছে সে। আরও একটা জিনিস খেয়াল করল, ওই লোকের চেহারায় ক্ষমতা আর যোগ্যতার ছাপ রয়েছে।

'আমি জেমস ট্যানার, ইউনাইটেড স্টেটস ডেপুটি মার্শাল। আমরা অন হার্পারের মৃত্যুর তদন্ত করছি। তোমাকে আমি এল পেসোতে নিয়ে যাবার জন্যে এসেছি।'

মাভিনের ঠোঁট জোড়া চেপে বসল। তীক্ষ্ণ চোখে সে প্যাকারের দিকে তাকাল। রীড যখন সেলুনে কথাটা তুলেছিল তখন মাতাল ছিল ও।

'ওটা ন্যায্য ফাইট ছিল, মার্শাল। হার্পার আমার সাথে ঝগড়া দাখিয়ে পিস্তল ড্র করেছিল।'

'কথাটা তুমি আমাদের বিশ্বাস করতে বল?' উদ্বৃত্ত সুরে

বলল সিল। 'ওই লোকের নেওটী ইহরের সমান সাহসও ছিল না। কয়েকদিন আগেই বিলেটের বিরুদ্ধে না লড়ে সে পিছিয়ে গেছিল। জন কখনও ছই পিস্তলওয়াল লোককে সাহস করে মোকাবিলা করতে পারে না।'

'সেই প্রথমে পিস্তলে হাত দিয়েছিল।' ভন বুঝতে পারছে, এখানে ছটো ভিন্ন সমস্যার বিরুদ্ধে তাকে লড়তে হবে। প্রথম, তাকে গ্রেপ্তার এড়াতে হবে, সেইসাথে মাভিনের সমঝোতা আর সাহায্য তার দরকার। 'আমার ধারণা বিলেটের সাথে ওর মোকাবিলা না করার একমাত্র কারণ একটা জরুরী কাজ বাকি ছিল তার। সে জানত বিলেটের সাথে লড়লে কাজটা আর করা হবে না, মারা পড়বে সে।'

'হ্যাঁ, ভাল গল্প ফেঁদেছ।' মাথা ঝাঁকিয়ে ওকে দেখাল ডাইক। 'ওই তোমার লোক। এখন তোমার কাজ তুমি কর, মার্শাল।'

ট্যানার বিরক্ত হয়েছে বোঝাই যায়। ডাইকের আচরণ ওর কাছে ভাল লাগছে না। কিন্তু কর্তব্য তাকে পালন করতেই হবে। কিন্তু মার্শাল মুখ খোলার আগেই ভন কথা বলল।

'মার্শাল, আমাকে একটা উঁচু মহল থেকে অসম্মান করার অপচেষ্টা চালান হচ্ছে তা বেশ বুঝতে পারছি। ওরা নিজেদের স্বার্থে আমাকে এই এলাকা থেকে কিছুদিনের জন্য সরাতে চাইছে। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি যে এদিককার গোলমালটা মিটলে আমি নিজে গিয়ে এল পেসোতে রিপোর্ট করব। আমার কথায় যে দাম আছে তা এল পেসোর অনেকেই জানে।'

'সরি।' জেমস ট্যানারকে সত্যিই ছঃখিত দেখাচ্ছে। 'কিন্তু

আমার আদেশ অনুযায়ী আমাকে কর্তব্য পালন করতেই হবে।' 'সেটা আমি বুঝি,' জবাব দিল প্যাকার। 'কর্তব্য আমারও আছে। সেটা হচ্ছে, যারা জুলি হার্পারকে র্যাঞ্চ থেকে অন্যায় ভাবে উচ্ছেদ করতে চাচ্ছে, তাদের ঠেকান। এবং আমি ঠিক সেটাই করব।'

'তোমার কর্তব্য?' ঠাণ্ডা অথচ কৌতূহলী চোখে ভনকে ভাল করে দেখল সে। 'ওর স্বামীকে হত্যা করার পর?'

'ওটাই কি যথেষ্ট কারণ নয়, স্যার?' স্বপক্ষে যুক্তি দেখাল ভন। 'লড়াইটা আমার ইচ্ছায় ঘটেনি। হার্পারই আমাকে বাধ্য করেছিল। অত্যধিক পরিশ্রম, হৃশ্চিন্তা আর উদ্বেজনীর বশেই সে কাজটা করে। তবু তার মৃত্যুশয্যায় সে আমাকেই একটা প্যাকেট দিয়ে ওটা তার স্ত্রীর কাছে পৌঁছে দিতে বলেছিল এবং তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অনুরোধ করেছিল। সেই ডিউ-টিটাই প্রথম আসে, স্যার।'

'তোমার কর্তব্যবোধের সম্মান জানাতে পারলে স্মৃথী হতাম, স্বীকার করল জেমস। তোমাকে ভদ্রলোক বলেই মনে হয়, স্যার। এই গুণটা মানুষের মধ্যে খুব কমই দেখা যায়। দুর্ভাগোর বিষয় উপর থেকে আদেশ আছে। যাহোক, অন্যায়ভাবে গোলা-গুলি না হয়ে থাকলে এর নিষ্পত্তি হতে বেশি সময় লাগবে না।'

'এই ছুঁচোগুলোর ঠিক তাই দরকার, মাত্র কয়েকটা দিন।' জবাব দিল ভন। বুঝতে পারছে তর্ক করে লাভ নেই। ওর ঘোড়াটা ফাস্ট, আর রাস্তার পাশে ঘন পাইনের সারি রয়েছে। কেবল একটা মিনিট ওর প্রয়োজন।

ভনের মনের কথা বুঝতে পেরেই যেন মাভিন তার ধূসর ঘোড়াটাকে এগিয়ে প্যাকার আর মার্শালের মাঝখানে এনে দাঁড় করাল। সাথেসাথে পা বাড়িয়ে সিলের ঘোড়ার পাঞ্জরে লাথি মারল ভন। হকচকিয়ে গিয়ে ঘোড়াটা প্রচণ্ড লাফালাফি শুরু করল। ঝট করে ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল ভন; স্পারের খোঁচায় ছুই লাফে এগিয়ে পাইনের বনে ঢুকে গেল ঘোড়া। ভীত হরিণের মত উর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে।

পিছন থেকে একটা গুলির শব্দ হল, তারপর আরেকটা। ছুটোই ভনের মাথার ওপর দিয়ে ঝোপের পাতা কেটে বেরিয়ে গেল। অনেক ভিতরে ঢুকে পড়েছে ঘোড়া। গাছের সারির সাথে নকসই ডিগ্রী কোণ করে এগোচ্ছিল ভন, এবার ঘোড়া ঘুরিয়ে সে। পিভটরকের দিকে ছুটল। বায়ে 'কোর্ডরয় ওয়াশ'-এর মুখ দেখতে পেয়ে মোড় নিল।

মাইলখানেক যাওয়ার পর একটা ছোট রিজের মাথায় ঝোপের মধ্যে একটু দাঁড়িয়ে পিছন ফিরে তাকাল।

আরোহীদের দূরে দেখা যাচ্ছে। ছড়িয়ে পড়ে ওরা ট্রাক খুঁজছে। একজন একাকী ওদের কাছেই দাঁড়িয়ে আছে। দেখাচ্ছে। ভন হাসল, ওটা নিশ্চয় মাভিন—লোকটা তার পক্ষেই আছে।

রিজের ওপাশে নিচে নেমে মাটি ছেড়ে পাথরের ওপর দিয়ে এগোল ভন। পাথরের শেলফটা শেষ হলে বালুর ওপর দিয়ে পাইন গাছের আড়ালে চলে গেল। পাইন নীডলের নরম বিছানা পাতা রয়েছে বলে মাটিতে কোন খরের চিহ্ন পড়ছে না।

বায়ে সিঞ্চ ছক বাট আর ডাইনে টোয়েন্টি-নাইন মাইল বাট-

এর মাঝখান দিয়ে এগিয়ে হর্সট্যাক ওয়াশ ঘুরে শেষে কাফপেন ক্যানিয়নে পৌঁছল।

ওখানে কতগুলো পাথরের ভিতর ঘোড়াটাকে ঘাস খেতে দিয়ে হাঁটুর ওপর রাইফেল রেখে বিশ্রাম নিতে বসল ভন। এক-ঘণ্টা পর ক্যানিয়নের ধার বেয়ে উপরে উঠে দেখল অনুসরণকারীদের কোন চিহ্ন নেই। খরের শব্দও শোনা যাচ্ছে না।

ঘোড়াটাকে যেখানে রেখে এসেছে তার কাছেই ক্যানিয়নের তলায় পানি আছে। কিন্তু খাবারের কথা আলাদা। কিছু চিয়ার বীচি সংগ্রহ করে সেগুলো পাইন বাদামের সাথে খেল।

তাকে গ্রেপ্তার করানর ব্যবস্থা নিশ্চয় গ্যালুশা রীড, বা গিলবার্ট স্মিথ প্রভাব খাটিয়ে করিয়েছে। তা যাই হোক, এখন সে পলাতক। ওরা যদি র্যাঞ্জে যায় তবে জেমস ট্যানার জুলির সাথে কথা বলার সুযোগ পাবে। জুলি মার্শালের মুখ থেকে শুনতে পাবে যে তনই তার স্বামীকে হত্যা করেছে—কথাটা ভাবতেই ওর খারাপ লাগছে। তবে আগে হোক পরে হোক কথাটা মেয়েটার কানে একদিন পৌঁছবে, জানে ভন। কিন্তু সময় মত সে নিজেই ওকে জানাতে চেয়েছিল।

সন্ধ্যার দিকে কালো ঘোড়াটায় চেপে কাফপেন ছেড়ে ফসিল স্প্রিঙস-এর দিকে রওনা হল প্যাকার। পথ চলতে চলতে ও ভাবছে বর্তমান পরিস্থিতিতে কি সিদ্ধান্ত নিলে সবথেকে ভাল হয়। জেমস তাকে আ্যারেস্ট করতে পারেনি বটে, তবু এতে বিপক্ষের উদ্দেশ্য ঠিকই সফল হয়েছে। সে এখন র্যাঞ্জে নেই,

সুতরাং এটাই ওদের আঘাত হানার উপযুক্ত সময়। কেউকেউ নিশ্চয় ভাবছে সে দেশ ছেড়ে পালিয়েছে। রীড হয়ত নিজে এটা বিশ্বাসও করে যে ভন র‍্যাঙ্কটা দখল করার পরিকল্পনা নিয়ে এখানে এসেছিল।

রাতের জন্য ফসিল স্প্রিঙসের একটা খাঁজে ক্যাম্প করল প্যাকার। সকালে চোখে রোদ পড়লে ওর ঘুম ভাঙল। উঠে কফি আর শুকনো মাংস দিয়ে নাস্তা সেরে জিনে চাপল।

এখন সে যেখানেই যাক, সবাই ওকে শত্রুর চোখে দেখবে। ইয়েলোজ্যাকেটে তার বিরুদ্ধে রীডের অভিযোগে অনেকের মনে সংশয় জন্মেছে—এখন ইউ এস মার্শাল তাকে খুঁজছে জেনে সেই সংশয় সন্দেহে পরিণত হবে।

পাহাড়ের ভিতর দিয়ে পশ্চিমে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল ভন। পরদিন রাতে টারেট বাট-এর ছায়ায় ক্যাম্প করল সে। কয়েক বছর আগে এখানেই মেজর র‍্যাঙেল রাতের অন্ধকারে চূড়ায় উঠে অ্যাপাচি দলের লোকজনকে চমকে দিয়েছিল।

ভোরের আলো ফুটতেই উঠে ইয়েলোজ্যাকেটের আশপাশটা সাবধানে ভাল করে স্কাউট করল প্যাকার।

শহরে বেশ চাঞ্চল্য দেখা যাচ্ছে—এত সকালে এটা অস্বাভাবিক। হিচ রেইলের সাথে বাঁধা ঘোড়ার একটা লম্বা সারি দেখা যাচ্ছে। দূরবীনে চোখ লাগিয়ে দেখার ফাঁকে এর তাৎপর্যটা বোঝার চেষ্টা করছে। মার্শাল ট্যানার এত জলদি ফিরতে পারে না—সুতরাং এর আর কোন কারণ রয়েছে। কাজটা কেউ সংঘবদ্ধভাবে করাচ্ছে।

হঠাৎ খেয়াল করল রঙ-চটা লাল শার্ট পরা একটা লোক সেলুনের পিহন দিক্কার দরজা দিয়ে বেরিয়ে ঝোপের ভিতর লুকান ঘোড়ার পিঠে উঠল। এত দূর থেকে লোকটাকে চেনা যাচ্ছে না। অদ্ভুত ভঙ্গিতে ঘোড়া চালাচ্ছে লোকটা। পুবের লোক ওই স্টাইলে ঘোড়ায় চড়ে।

ওটা পশ্চিমের কেউ নয়। কুঁজে হয়ে ঘোড়ার পিঠে বসেছে ও। এগিয়ে আসছে লোকটা। ঘোড়া চালাবার ভঙ্গির চাইতে ওর গোপনীয় ভারতাই ভনকে বেশি অবাধ করছে। অল্পক্ষণেই টের পেল আরোহী যে পথে এগোচ্ছে, তাতে শহর ছেড়ে বেরিয়ে যেখান থেকে ভন নজর রেখেছে, তারই তলা দিয়ে ওকে যেতে হবে।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও শহরে জিন চড়ান ঘোড়াগুলোর ওপর নজর রাখা বাদ দিল ভন। ওর নিশ্চিত ধারণা আরোহীর কাছ থেকে কিছু দরকারী খবর পাওয়া যাবে। ঢালু ঢাল বেয়ে নিচে নেমে ট্রেইলের পাশে পাথরের আড়ালে অপেক্ষার রইল।

বেশ গরম আবহাওয়া, বাতাস বইছে না। কিন্তু কয়েক মিনিট অপেক্ষার পরই দেখা গেল ট্রেইল ধরে এগিয়ে আসছে আর্টরাহী। লোকটা ওউয়েন।

প্যাকারের পিস্তল ওকে থামতে বাধ্য করল। ‘তুমি কোথায় চলেছ, ওউয়েন?’ শান্ত স্বরে প্রশ্ন করল সে। ‘ঘটনাটা কি?’

‘আমি পথেই মার্শালকে ধরতে যাচ্ছি,’ লুকোচুরি না করেই বলল ওউয়েন। ‘স্বীথ আর রীড তোমাকে খুঁজে বের করার জন্যে একটা পসি পাঠাবার প্ল্যান এঁটেছে। তোমাকে খোঁজার অছি-

লায় ওরা আসলে পিভটরক দখল করতে যাচ্ছে।

মাথা ঝাঁকাল প্যাকার। অবশ্যই ওটা তাদের আসল উদ্দেশ্য। আগেই এটা ওর আঁচ করা উচিত ছিল। ‘আর মার্শাল? ওরা ট্রেইলেই কোথাও তার দেখা পাবে।’

‘না, ওরা দক্ষিণ দিয়ে ঘুরে তাকে এড়িয়ে যাবে। মার্শাল কোন পথে ফিরবে তা ওরা জানে।’

‘এতে তোমার কি স্বার্থ? কষ্ট করে এতদূরে গিয়ে তোমার কি লাভ?’

‘জুলি হার্পারের জন্য আমি এটা করছি,’ অকপটে স্বীকার করল সে। ‘মেয়েটা ভাল। জনও ভাল ছিল। জনের বাবাও আমার সাথে ভাল ব্যবহার করেছে। সামান্যই করছি, কিন্তু স্মিথের জঘন্য প্লটের পুরোটাই আমার জানা আছে।’

‘তাহলে এসব স্মিথেরই কারসাজি? এতে রীডের ভূমিকা কি?’

‘লোকটা বোকা!’ উদ্ধতভাবে বলল ওউয়েন। ‘স্মিথ ওকে ব্যবহার করছে, কিন্তু হাঁদা বলেই সে কিছু টের পাচ্ছে না। ওর ধারণা ওরা পার্টনার। কিন্তু স্মিথ অন্যান্য পথের কাঁটা যেভাবে সরিয়েছে একইভাবে ছারপোকাকার মত ওকে টিপে মারবে। ডাইক-কেও সে সরাবে।’

‘আর বিলেট?’

‘হয়ত ওকে ভাল হাতিয়ার হিসেবে রাখবে।’

হাটটা মাথার পিছন দিকে ঠেলে দিল প্যাকার। ‘ওউয়েন,’ হঠাৎ বলল সে, ‘আমি চাই তুমি আমার ওপর কিছুটা বিশ্বাস রাখ। বিশ্বাস কর আমি জুলি হার্পারকে যতটা সম্ভব সাহায্য

করতে চেষ্টা করছি। ওর স্বামীকে আমি যেয়েছি, এটা ঠিক। কিন্তু সে ছিল সম্পূর্ণ অপরিচিত, এবং সে-ই বিবাদটা বাধিয়েছিল।

‘সে কে বা কি জানার কোন উপায় আমার ছিল না। অপরিচিত লোকের গুলিও পিস্তলবাজের গুলির মতই মানুষ মারার ক্ষমতা রাখে। কিন্তু আমাকে বিশ্বাস করেছিল সে। পাঁচ হাজার ডলার সে আমার হাতেই জুলিকে পৌছে দেয়ার জন্য দিয়েছিল।’

‘পাঁচ হাজার?’ অবাক হল ওউয়েন। ‘এত টাকা সে কোথায় পেল?’

‘সেটা আমারও জিজ্ঞাস্য,’ বলল ভন। ‘আচ্ছা, ওউয়েন, তুমি তো এই শহরের প্রায় সব কথাই জান। সোনোমা ক্লেইম সম্পর্কে তুমি কি জান?’

একটু ইতস্তত করে সে বলল, ‘ওই সম্পর্কে আমি সামান্যই জানি। একমাত্র স্মিথ ছাড়া আর কেউ তা বলতে পারবে না। আমার মনে হয় দাবির ব্যাপারে সব কাগজই এখন ওর হাতে রয়েছে। তাই ও যা বলে সেটাই সবার মনে নিতে হবে।’

‘তাহলে ওর সাথেই আমার দেখা করতে হবে,’ রুক্ষ স্বরে বলল ভন। ‘যেভাবে হোক এর শেষ আমি দেখে ছাড়ব।’

‘স্মিথের সাথে দেখা করলে ওই দেখাই তোমার শেষ দেখা হবে। লোকটা সাংঘাতিক। মুখে ভালোমানুষি দেখিয়ে ছুরি চালাতে ওস্তাদ। তাছাড়া ওখানে বিলেটও থাকবে।’

‘হ্যাঁ, বিলেটও থাকবে।’

অল্পক্ষণ পরিস্থিতিটা ভেবে নিয়ে মুখ তুলল ভন। ‘শোন, মার্শালকে জানিয়ে লাভ নেই। ওর ভার আমার ওপর ছেড়ে দাও।

ওর সাথে যারা আছে তারা প্রত্যেকেই জুলির শত্রু। তোমাকে কথাই বলতে দেবে না ওরা। তারচেয়ে তুমি ওদের ঘুরে সোজা পিভটরকে চলে যাও। ওখানে মাভিনকে সব খুলে বললে যা করার সে-ই করবে। আমি এদিকে আমার কাজ সেরে যত শীঘ্র সম্ভব আসছি।’

ওউয়েন চলে যাবার পর ভন আবার শহরের ওপর নজর রাখতে বসল। পসির দলটা নিশ্চয় রীডের থেকে সঙ্কেত আসার অপেক্ষায় রয়েছে। শ্মিথও কি ওদের সাথে যাবে? মনে হয় না। লোকটা খুব সাবধানী, এবং এই সময়ে সে শহরেই থাকবে। নিষ্পাপ দর্শক...

এগিয়ে যেতে যেতে কয়েক মাইল পথ চলার পর ওউয়েন হঠাৎ থামল। বিলেট ভনের মোকাবিলা করার সময়ে ডাইক কোথায় থাকবে সেটা প্যাকারকে জানাতে ভুলে গেছে সে। কিছুক্ষণ দোটানার মধ্যে ভাবল। ফিরে যাবে? কিন্তু ফিরে গেলেও হয়ত প্যাকারকে এখন আর ওখানে পাওয়া যাবে না। লোকটাকে ঝুঁকি নিয়েই কাজ করতে হবে।

অনুতাপের সাথে আগে বাড়ল ওউয়েন। সামনে অনেক পথ যেতে হবে...

পিছনের কামরায় শ্মিথের দেখা পেল হ্যারি বিলেট। সাড়া পেয়ে মুখ তুলে তাকাল গিল।

‘তোমাকে দেখে খুশি হলাম, বিলেট। তোমাকে আমি কাছাকাছি চাই। আজ-কালের মধ্যেই আমাদের এখানে অতিথি আসবে।’

‘অতিথি?’ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল হ্যারি।

‘হ্যাঁ, একজন। আমার বিশ্বাস আমরা ভন প্যাকারকে দেখতে পাব।’

মনেমনে একটু ভেবে দেখল বিলেট। হ্যাঁ, গিলের কথাই ঠিক। প্যাকার মোটেও আত্মসমর্পণ করবে না। সে রীডের খোঁজে শহরে এসে হাজির হবে। মাত্র তিন-চারজন লোক ছাড়া আর কেউ পিভটরকের সাথে শ্মিথের যোগাযোগের কথা কিছুই জানে না। রীড বা ডাইকের আড়ালে আত্মগোপন করে আছে শ্মিথ।

ডাইক, রীড, বিলেট আর ওউয়েন। ওউয়েন লোকটা চতুর। সে একজন মাতাল আর পিয়ানোবাদক হলেও বুদ্ধি আছে ওর মাথায়।

হঠাৎ বিলেটের মনটা আশঙ্কায় লাফিয়ে উঠল। আশেপাশে কোথাও ওউয়েন নেই। অনেকদিন পর আজই প্রথম ঢোকান পথে বিলেট ওকে বারে দেখেনি।

চলে গেছে ওউয়েন।

কোথায় যাবে? জুলি হার্পারকে পসির ব্যাপারে সাবধান করতে? তাতে কি? জুলি হার্পারের ওপর কোন রাগ নেই ওর। সে টাকা পেলে লড়ে। হয়ত এতে সে ভুল পক্ষটাই বেছে নিয়েছে। ভন প্যাকারের কথা মনে পড়ল ওর। লোকটা স্টীল র্রেডের মতই ধারাল—কঠিন আর ফাস্ট। মার্শাল হিশেবে মোরীটিতে সে কি কি করেছে তাও মনে পড়ল ওর।

বিলেটের গর্বই ওকে স্বীকার করতে বাধ্য দেয় যে ওর থেকে ফাস্ট আর ভাল ফাইটার কেউ থাকতে পারে। দিল ডাইকের বিরুদ্ধে ভনের ড্র-র গল্প এখনও ইয়েলোজ্যাকেটের সবার মুখে-

মুখে—ওর উচ্ছ্বাসিত প্রশংসায় বিলেটের চামড়া ছলে যায়। লোকে বিলেটের সাথে লোকটার তুলনা করতে শুরু করেছে। কিছু মাস-ষের ধারণা প্যাকারই বেশি ফাস্ট—অসহ্য।

সে প্রথমে প্যাকারের মোকাবিলা করবে, তারপর এখান থেকে কোথাও চলে যাবে।

‘তোমার কি মনে হয়, সে এখানে আসবে না?’ প্রশ্ন করল স্মিথ।

মাথা ঝাঁকাল হ্যারি। ‘হ্যাঁ, সে আসবে। ওর চিন্তাধারা সিল বা গ্যালুশার চেয়ে অনেক উন্নত। এমনকি ওই মার্শালের থেকেও।’ ভন প্যাকারকে ওর চাই। সিল এখন শহরের বাইরে। বিলেট নিজের হাতে ওকে হত্যা করবে।

জিন-চাপান ঘোড়াগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে প্যাকার। ইন্ডিয়ানদের মতই ওর ধৈর্য।

ওদিকে ওউয়েন সময় মত পিভটরকের লোকজনকে সাবধান করবে। বিপদের কথা জানার পর মাভিন আর সবাই উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে। কিন্তু ইয়েলোজ্যাকেটেই রয়েছে গোলমালের মূল শেকড়।

গিলবার্ট স্মিথ আর হ্যারি বিলেটকে যদি সরান যায় তবেই আসল সমস্যার সমাধান হবে। শেকড় না থাকলে গাছ বাঁচবে না। তাই মূল আঘাতটা ইয়েলোজ্যাকেটেই হানতে হবে।

সোজা হয়ে বসে দূরবীন চোখে লাগাল ভন। ইয়েলোজ্যাকেট সেলুন থেকে লোকজন বেরিয়ে ঘোড়ায় চড়ছে। প্রায়

তিরিশজন লোক, হয়ত বেশিও হতে পারে। ওরা চলে গেলে নিজের কাপড় বেড়ে পরিষ্কার করে ঘোড়ার পিঠে উঠল সে।

নিঃশব্দে এগোচ্ছে। একটা হাত উরুর ওপর—চোখ দুটো সতর্ক। শহরে ঢুকে লিভারি স্টেবলে ঘোড়া রাখল প্যাকার। ওকে দেখে বিস্মিত চোখে তাকাল মন্টি।

‘তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে?’ বলে উঠল সে। ‘দেশের সমস্ত লোক তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে—ওরা তোমার রক্ত চায়!’

‘আমি জানি। বিলেটের কি খবর? সে কি শহরে আছে?’ ‘নিশ্চয়! গিলবার্টকে ছেড়ে কোথাও যায় না সে।’ ভনের মুখ দেখছে মন্টি। ‘বিলেটের সাথে বামেলায় না জড়ানই ভাল, প্যাকার, লোকটার হাত বিছাতের মত চলে।’

‘জানি।’ মন্টির ঘোড়াটা একটা অন্ধকার স্টলে রাখা লক্ষ্য করছে ভন। ‘তুমি বন্ধুর মত ব্যবহার করেছ, মন্টি, তোমাকে আমার পছন্দ হয়। আগামীকাল থেকে এখানকার সবকিছু বদলে যাবে, কিন্তু আজ কিছু সাহায্য পেলে ভাল হত। তুমি পিভটরকের জমি বিক্রির ব্যাপারে কি জান?’

ইতস্তত করছে লোকটা, তামাক চিবাচ্ছে। শেষে খুতুর সাথে ওটা ফেলে দিয়ে চোখ তুলে তাকাল। ‘আজ পর্যন্ত বলার মত কাউকে পাইনি,’ বলল সে। ‘তবে দুটো জিনিস আমি জানি—জমিটা হার্পারের এবং লোকটা ছবিটনায় মরেনি, ওকে খুন করা হয়েছে।’

‘খুন?’

‘হ্যাঁ।’ মন্টির চেহারাটা গম্ভীর। ‘তোমার মত বিল হার্পারও

ভাল আর সৌখিন মদ পছন্দ করত। স্মিথ খুব বন্ধুত্বের ভাব দেখিয়ে ওকে একটা ড্রিঙ্ক অফার করেছিল সেদিন—এবং বিলও প্রস্তাবটা গ্রহণ করেছিল।

‘মাত্র কয়েক মিনিট পরেই সে এখানে এসে বাকবোর্ডের জন্যে একটা তাজা ঘোড়া নিল, কারণ ওর একটা ঘোড়া পায়ে চোট পেয়েছিল। আমি ওর গাড়িতে ওঠা লক্ষ্য করছিলাম, দেখলাম পাদানি মিস করে মুখ খুবড়ে পড়তে পড়তে কোনমতে সামলে নিল।’

‘মাতাল?’ ভনের চোখ তীক্ষ্ণ আর কৌতূহলী।

‘বিল?’ ঘোঁৎ করে একটা শব্দ করল মন্টি। ‘গলা পর্যন্ত মদ খেলেও বুড়োকে কোনদিন মাতাল হতে দেখিনি আমি। আর সেদিন সে মাত্র এক গ্লাস খেয়েছিল—তবু হাঁটতে পারছিল না।’

‘তাহলে ড্রিঙ্কে ওয়ুথ মেশান হয়েছিল? তারপর?’

‘হার্পারকে মৃত অবস্থায় পাওয়ার পর ঘোড়া সহ গাড়ি এখানে নিয়ে আসা হয়েছিল। একটা ঘোড়ার পাছায় গুলি ঘসা খাওয়ার দাগ ছিল।’

পরিস্কার বোঝা যাচ্ছে ঘটনাটা কিভাবে সাজান হয়েছে। ওবুথের প্রভাবে যেসামান মানুষ, গুলি খেয়ে ঘোড়ার পাগলের মত ছোটা—আর কি চাই? নিখুঁত প্ল্যান এঁটেছিল স্মিথ।

‘তুমি বলছিলে জমির আসল মালিক হার্পার। কিভাবে?’

কাঁধ ঝাঁকাল মন্টি। ‘কারণ অন্য দাবি সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়েছিল হার্পার। নিশ্চয় গোলমালের কথা ওর কানে গেছিল। কিন্তু এখানে ওটা নিয়ে কোন কথা ওঠেনি—এখানে সবার কথাই

সবাই জানতে পারে!

‘যাইহোক, ওর কাছে সেদিন সব কাগজপত্র ছিল—আমাকে বিল দেখিয়েছিল—অকাট্য প্রমাণ।’

‘এবং সেদিনই ফেরার পথে লোকটা খুন হয়? লাশটাকে পেয়েছিল?’

‘সিল ডাইক। ঘটনাক্রমে সে নাকি ওদিক দিয়ে যাচ্ছিল।’

জুলিয় যে প্রমাণ দরকার সেটা এখন গিলবার্ট স্মিথের হাতে। লোকটার সাথে প্যাকারের দেখা করতেই হবে।

আস্তাবলের দরজার কাছে এসে ছায়ায় দাঁড়াল ভন প্যাকার। চারপাশটা ভ্রল করে দেখে নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এল।

রাস্তাটা ধুলোময় আর আশ্চর্য রকম খালি। রুক্ষ চেহারার ধূসর দালান আর কাঁচা বাড়িগুলো বোবার মত ওর দিকে চেয়ে আছে। হিচ রেইলটা শূন্য। চৌবাচ্চা থেকে অল্প অল্প পানি উপচে পড়ছে।

রাস্তার ওদিকে একটা মুরগি বাড়ির পিছন থেকে উঁচু স্বরে তার ডিম পাড়ার কথা জানাচ্ছে সারা পৃথিবীকে। নীল আকাশে এক টুকরো সাপা মেঘ অলসভাবে ভাসছে। গানবেন্টটা ঠিক করে নিয়ে আগে বাড়ল ভন।

বিলেট ইয়োলোজ্যাকেটেই আছে। স্মিথের সাথে দেখা করতে হলে প্যাকারকে প্রথমে বিলেটের মুখোমুখি হতে হবে। এটাই সে চায়, একেবারে একটা করে কাজ।

ভনের ভিতরটা অদ্ভুত রকম স্তব্ধ হয়ে গেছে। অতীতেও চরম মুহূর্তের আগে এমনই বোধ করেছে সে।

মুহূ বাতাসে ফুটপাতের কাছে পড়ে থাকা একটা পুরনো ছালা
নড়ে উঠল। আর একটু সামনে স্টোরের তলা থেকে একটা লম্বা
ইঞ্জর বেরিয়ে চৌবাচ্চার দিকে ছুটে গেল। রাস্তা ধরে এগোচ্ছে
প্যাকার।

দূরত্ব হিশেবে মোটেও দূরে নয়—কিন্তু গানম্যানের হাঁটার মত
হাঁটা আর নেই, আর গুলি ছোঁড়ার আগে সামান্য অপেক্ষার মত
লম্বা সময়ও আর হয় না। আজ এই দিনে হ্যারি বিলেট জানবে
তার ভাগ্যে কি আছে। স্মিথও জানবে।

গিলবার্ট স্মিথ জুয়াড়ী নয়। হ্যারি বিলেটের ওপর আস্থা রেখে
সবকিছু কিছুতেই ছেড়ে দেবে না সে। জুয়ার টেবিলে জেতার জন্যে
একটা তাস অন্তত সে লুকিয়ে রাখবে। আজকের খেলায় ব্লাফ
দেবে না। কিন্তু কোথায়? কেমন করে? কি? আর কখন?

শেষটা আন্দাজ করা কঠিন নয়—যখন গানফাইট শুরু হবে,
তখন।

তিরিশ গজের বেশি এগোয়নি সে, একটা দরজা ককিয়ে উঠল।
একজন লোক বেরিয়ে এল রাস্তায়। ভনের দিকে না তাকিয়ে
সোজা রাস্তার মাঝখানে গিয়ে থামল। তারপর মিলিটারি কায়-
দায় ঘুরে মুখোমুখি দাঁড়াল।

হ্যারি বিলেট।

আজ ওর পরনে ফিকে হওয়া একটা নীল রঙের শার্ট। চওড়া
হাড়বহুল কাঁধে ওটা টানটান হয়ে আছে, কিন্তু সামনের দিকের
বুকের গর্তে ঢলঢল করছে—পেটটা সমান। এখনও বেশ দূরে
আছে বলে ওর চোখ দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু ভন জানে ওগুলো

কেমন দেখাচ্ছে।

লম্বা, কোনো বিশিষ্ট মুখ, গৌফ, আর চঞ্চল আঙুল। লোক-
টার কোমর সফ। পুরো দেহটাই চিকন। মুখ তুলে রাস্তার দিকে
তাকাল বিলেট। ঠোঁট হুটে শুকনো, কিন্তু সে তৈরি। অদ্ভুত
রকম হাঙ্কা অনুভব করছে, এমনই চায় ও—পুরো পরিবেশটাই ওর
মনমত হয়েছে। এই মুহূর্তে ভনের জন্য কিছুটা মমতাই বোধ
করছে বিলেট।

লোকটা খেলার নিয়ম-কানুন ভালই জানে। যেভাবে ওর
আসা উচিত সেভাবেই এগোচ্ছে। আরও কিছু রয়েছে ওর মধ্যে—
একটা তীক্ষ্ণ ধার, একটা ভারসাম্যপূর্ণ শক্তিশালী দেহভঙ্গিমা।

স্বভবতাকে ভঙ্গ করছে না কোন শব্দ। গরম বাতাস স্থির হয়ে
আছে। নাটকটা দেখার জন্যে হাওয়া থমকে দাঁড়িয়েছে যেন। ভন
প্যাকার অনুভব করল একবিন্দু ঘাম ওর হ্যাটব্যাগ বেয়ে নিচে
নামছে। সাবধানে পা ফেলছে, প্রতি পদক্ষেপেরই একটা অর্থ
রয়েছে। হ্যারি বিলেটই প্রথম থেমে দাঁড়াল। দূরত্ব ষাটগজ।

‘সময় উপস্থিত হয়েছে, ভন। আমরা দুজনেই জানতাম এটা
আসবে।’

‘নিশ্চয়।’ প্যাকারও থামল। পা ফাঁক করে দাঁড়িয়েছে; হাত
ছোটো ছ’পাশে ঝুলছে। ‘তুমি ভুল দলে যোগ দিয়েছিলে, বিলেট।’

‘একদিন আমাদের মুখোমুখি হতেই হত।’ রাস্তা ধরে তাকিয়ে
লম্বা লোকটার ব্রোঞ্জের মত মুখ দেখতে পেল হ্যারি। মুখটা
কঠিন আর তৈরি। পিস্তলধারী কাউকে ভয় পাওয়া বিলেটের
ধাতে নেই, তবু একদিন তাকে বুলেটের আঘাতেই মরতে হবে

তা জানে সে। এটা তার ভাগ্যের লিখন! হঠাৎ হাসল হ্যারি।
হ্যাঁ, ওভাবেই তার মৃত্যু হবে বটে, কিন্তু আজ নয়।

ওর হাত দুটো একটু নড়ে উঠল, যেন পেশীগুলোকে একটা
ইঙ্গিত দেয়া হল। হঠাৎ দ্রুত অ্যাকশনে গেল ওর পেশী। কিন্তু
সামনের লম্বা আকৃতির লোকটাও একই সাথে নড়ে উঠল। একটা
হাত মুহূর্তের জন্যে আবছা হয়ে আবার স্থির হল। পিস্তলের
একটা কালো ফুটো হ্যারির দিকে তাকিয়ে আছে, অথচ পিস্তলটা
এখনও পুরোপুরি খাপ থেকে বের করে উঠতে পারেনি সে।

সে হেরে গেছে—ডতে হেরেছে!

কঠিন ধাক্কায় বিলেটের ট্রিগারে টান পড়ল। পিস্তলটা হাতে
ঝাঁকি দেয়ার আগেই বুঝল মিস করেছে সে। হঠাৎ দেখল ভন
দৌড়াচ্ছে—পিস্তল উচিয়ে তারই দিকে ছুটে আসছে, কিন্তু গুলি
ছুঁড়ছে না।

আতঙ্কিত চোখে হ্যারি দেখছে দূরত্ব কমে আসছে—যত দ্রুত
পারে ট্রিগার টিপল সে—পরপর তিনবার একটানা শব্দ হল।
চতুর্থবার হ্যাঁয়ার পড়ার সময়ে আর একটা গুলির আওয়াজ শুনল
সে।

কিন্তু কোথায়? প্যাকারের পিস্তলের মুখে আগুন দেখা যায়নি।
দৌড়াচ্ছে প্যাকার, দ্রুত ধাবমান টার্গেট। তাড়াহুড়া করে সব-
ক'টা গুলিই মিস করেছে হ্যারি। হঠাৎ ছুটতে দেখে হকচকিয়ে
গিয়ে এবং ডতে হেরে যাওয়ার শকে একটাও লাগাতে পারেনি।

ডান হাতের পিস্তলটা তুলল বিলেট। ভনের সাথেসাথে ওর
হাতটা নড়ছে, ব্যারেলের ওপর দিয়ে প্যাকারের খুলিটা দেখতে

পাচ্ছে ও। ধুলোর ওপর কিছুটা পিছলে থেমে দাঁড়াল ভন।
ওর পিস্তল থেকে গুলি ছুটছে।

পিস্তলের মুখে শিখাগুলো বিলেটের দিক নির্দেশ করছে। ওর
একটা পাশ গরম সিসায় পুড়ে যাচ্ছে, দেহটা ঝাঁকি খেয়ে ওকে
লক্ষ্যভ্রষ্ট করল। অন্য পিস্তলটা হাতে নিল সে, কিন্তু একটা কিছ
এবার ওর গলায় প্রচণ্ড আঘাত করল। ধুলোর ওপর পড়ে গেল
বিলেট।

আড়াল থেকে আসা গুলির আওয়াজটা ভনের কানেও পৌঁছে-
ছে, কিন্তু এখন ওদিকে নজর দেয়ার সময় নেই ওর। বিলেট
ধুলোর ওপর কেবল হাঁটু গেড়ে পড়েছে—ওর পিস্তলে এখনও
পাঁচটা বুলেট রয়ে গেছে এবং দূরত্ব মাত্র পনের গজ।

বিলেটের পিস্তলটা উঁচু হল। ভন আবার গুলি করল ওকে।
লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল হ্যারি, ওর চেহারাটা যন্ত্রণায় আর শ্বাসকষ্টে
কুঁচকে উঠেছে। সজোরে সে মাটিতে পড়ল—দেহটা ধুলোয় পাক
খাচ্ছে।

এবার আরেকটা বুলেট গর্জে উঠল। গুলিটা ভনের পায়ের
কাছে ধুলো ওড়াল। পিস্তল ঘুরিয়ে খোলা জানালাটার দিকে
গুলি করল সে, তারপরই সেলুনের দরজার দিকে ছুটল। কিন্তু
পিছন থেকে চিৎকার শুনে থামল।

‘ভন! প্যাকার?’

বিলেট। ওর চোখ দুটো বিক্ষারিত। ইতস্তত করল ভন।
নীরব রাস্তার চারপাশে একবার দেখে নিয়ে ওর পাশে হাঁটু গেড়ে
বসল।

‘কি হয়েছে, হারি ? তোমার জন্যে কিছু করতে হবে ?’

‘পিছনে...ডেস্কের পিছনে—তুমি—তুমি—’ ওর কাঁপা স্বরটা হারিয়ে গেল; কিন্তু পরক্ষণেই জোর ফিরে পেল, চোখ তুলে তাকাল সে। ‘তুমি দারুণ! খুব—খুব ফাস্ট!’

হারির মাথাটা একপাশে হেলে পড়ল। মারা গেল সে। প্যাকার ইয়েলোজ্যাকেটের দিকে ছুটল।

উপরে খোলা জানালাওয়ালা কামরাটা খালি; সিঁড়িতেও কেউ নেই; কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। নিচে নেমে দেখল, কেবল ফ্রেড দাঁড়িয়ে আছে কারের পিছনে। ওর চেহারাটা একেবারে ফ্যাকাসে।

স্থির ঠাণ্ডা চোখে ওর দিকে তাকাল প্যাকার। ‘ওই সিঁড়ি দিয়ে কে নিচে নেমেছে?’

স্টোচ চাটল ফ্রেড। ঢোক গিলল। তারপর ফ্যাসফ্যাসে গলায় জানাল, ‘কেউ না—কিন্তু ওখানে—পিছন দিকে একটা সিঁড়ি আছে।’

ঘুরে দ্রুতপায়ে এগোনোর পথে পিস্তলে গুলি ভরে নিল প্যাকার। অফিসের দরজাটা খোলাই রয়েছে। ভন দরজায় দাঁড়াতেই মুখ তলে তাকাল স্মিথ।

লিখছিল সে। টেবিলের ওপর ছিটিয়ে রয়েছে কাগজ—ব্যস্ত মানুষের ডেস্ক। পাশেই একটা বোতল আর ভরা গ্লাস রাখা রয়েছে।

কলম নামিয়ে রাখল স্মিথ। ‘তাহলে ওকে হারিয়ে দিয়েছ ? আমি ভেবেছিলাম হয়ত তুমি পারবে।’

‘তাই নাকি?’ প্যাকারের চাহনিটা ঠাণ্ডা। লোকটাকে এখানে

পৌছতে নিশ্চয় দৌড়াতে হয়েছে, কিন্তু তার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। ‘আরও ফাস্ট লোক ভাড়া করা তোমার উচিত ছিল।’

কাঁধ ঝাঁকাল স্মিথ। ‘লোকটা এখন পর্যন্ত ফাস্টই ছিল। যাহোক, এতে আমার কোন হাত নেই। রীডের হয়ে কাজ করছিল বিলেট।’

ঘরের ভিতরে পা বাড়াল ভন। হাত দুটো ফ্রি আর সতর্ক। ওর চোখ দুটো স্মিথের ওপর। স্মিথও ওকে লক্ষ্য করছে; চোখে ধূর্ত সতর্কতা আর কৌতূহল।

‘ওসব ভাঁওতা আমার সাথে চলবে না,’ বলল ভন। ‘রীড তোমার হাতের পুতুল। তোমার শিখণ্ডী—ওর আড়াল থেকেই তুমি তীর ছুঁড়ছ। এই ট্রিপ থেকে যদি সে জীবন্ত ফেরে, বলতে হবে ওর কপাল ভাল। ওই পসির আরও অনেকেই ফিরে আসবে না।’

পসির উল্লেখে স্মিথের চোখ দুটো একটু কুঁচকাল। ‘ওসব ভুলে যাও।’ হাত নাড়ল সে। ‘বস, একটা ড্রিক খাও। হাজার হোক আমরা বোকা নই, প্যাকার। আমরা পরিণত পুরুষ, এস কথা বলা যাক। খুন-খারাবী আমি কখনই পছন্দ করি না।’

‘যতক্ষণ নিজে না করছ বা আর কাউকে দিয়ে করাচ্ছ।’ প্যাকারের হাত দুটো যেখানে ছিল সেখানেই রইল। ‘কি ব্যাপার, গিল ? ভয় ? নিজে খুন করার সাহস হচ্ছে না?’

স্মিথের চেহারাটা এখন একেবারে শুষ্ক—চোখ দুটো একটু বিস্ফারিত। ‘কথাটা বলা তোমার ঠিক হয়নি। আমাকে ভীতু

বলা তোমার উচিত হয়নি।

‘তাহলে উঠে দাঁড়াও। বসা মানুষকে গুলি করতে আমার ঘেন্না হয়।’

‘একটা ড্রিক নাও; কথা বলি।’

‘নিশ্চয়।’ খামখেয়ালী ভাব দেখাল ভন। ‘তুমিও একটা নাও।’ ভরা গ্রাসটার দিকে হাত বাড়াল সে, কিন্তু স্মিথের চোখ স্থির। হাত বদলে এবার খালি গ্রাসটা ধরল প্যাকার। সাপের ছোবলের মত ঝপ করে ওর ডান হাত ধরে সামনের দিকে ঝটকা টান দিল গিল।

একই সাথে বাম দিকে উঁচুতে বাঁধা পিস্তলটা বাম হাতে তুলে নিল স্মিথ। ভারসাম্য হারিয়ে ঝাঁকি দিয়ে হাত ছাড়াবার চেষ্টা করল না ভন। ইচ্ছা করে টানের সাথে আগে বেড়ে দেহের সমস্ত ওজন নিয়ে স্মিথের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। চেয়ারটা উন্টে গেল। সোজা হওয়ার চেষ্টা করল গিল, কিন্তু ভনের ধাক্কায় দেয়ালের সাথে বাড়ি খেল। নিজেকে ছাড়িয়ে নিল প্যাকার।

পিস্তল তুলল স্মিথ। বাম হাতে চাপড় দিয়ে পিস্তল সরিয়ে কজি ধরে ফেলল ভন। ডান হাতে ব্যারেল ধরে মুচড়ে গুটা কেড়ে নিল। তারপর ধাক্কা দিয়ে ওকে পিছনে সরিয়ে পিস্তল ফেলে খোলা হাতে খাপড় মারল স্মিথের মুখে।

চড়টা হাত ঘুরিয়ে মারায় জ্বরেই পড়ল। পিস্তলের গুলির মত আওয়াজ হল। চড়ের আঘাতে সাদা হয়ে গেল স্মিথের মুখ। ঘুসি তুলে ছুটে এগোল সে, কিন্তু হাঁটুর বাড়ি খেল উরুর ফাঁকে। এবার কনুই দিয়ে ওর মুখের ওপর আঘাত করল ভন।

বাধ্য হয়ে পিছিয়ে গেল লোকটা; নাক দিয়ে দরদর করে রক্ত পড়ছে। হঠাৎ ভনের পাশ দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে টেবিলের কাগজ-গুলোর ভিতর থেকে একটা বুলডগ '৪১' তুলে নিল সে।

কাগজের ভিতর ওকে হাত বাড়াতে দেখেছে ভন। বুলডগটা দেখার সাথেসাথে প্যাকারের পিস্তলটাও উঠে এল। সে-ই প্রথম গুলি করল, মাত্র চার ফুট দূর থেকে পরপর তিনবার।

গিলবার্ট স্মিথের দেহ আড়ষ্ট হল। এক মুহূর্ত পায়ের পাতার ওপর উঁচু হয়ে থেকে ঝপ করে মেঝের ওপর পড়ল সে। ভাঙা গ্রাস আর ছড়ান কাগজপত্রের ভিতর স্থির হয়ে পড়ে রইল ওর লাশ।

মাতালের মত টলছে প্যাকার। ডেস্ক সম্পর্কে হ্যারি কি বলেছিল মনে পড়ল ওর। টেবিলের কোনা ধরে গুটা দেয়াল থেকে সরিয়ে ফেলল সে। দেয়ালে প্যানেলের ওপর একটা নব্বু দেখা যাচ্ছে। তালা দেয়া রয়েছে, কিন্তু ভনের গুলির আঘাতে খুলে গেল গুটা। ভিতরে এক তোড়া টাকা, ধলেতে সোনার মুদ্রা, আর কিছু কাগজ রয়েছে।

এক ঝলক দেখেই বোঝা গেল ওগুলোর কথাই মন্টি বলেছিল। মোটা কাগজে লেখা আদি দলিলগুলো রয়েছে ওখানে। কাগজ-গুলো শার্টের ভিতর ঢুকাতে গিয়ে থমকাল ভন। শার্টটা রক্তে ভিজে লাল হয়ে গেছে।

কাগজগুলো পকেটে রেখে নিজের দিকে ভাল করে তাকাল সে। বিলেট ওকে আহত করেছে—কিন্তু আশ্চর্য, আঘাতটা সে মোটেও অনুভব করতে পারেনি। কেবল একটা ধাক্কা আর

একটু অবশ বোধ করেছিল মাত্র।

ব্যারেল কেটে ছোট করা একটা শটগান তুলে নিয়ে দরজার দিকে এগোল প্যাকার। কেমন করে ঘোড়ায় চড়ে পিভটরকে পৌঁছল কিছুই বলতে পারবে না সে। কিন্তু র‍্যাঙ্কহাউসের সিঁড়ি দিয়ে বারান্দায় উঠে দরজা পর্যন্ত পৌঁছতে পারল না ভন। জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেল।

একটা হালকা গন্ধ প্যাকারকে একবার নর্থ আফ্রিকায় আহত হওয়ার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। ওর চোখের পাতা কয়েকবার কেঁপে উঠে খুলে গেল। প্রথমেই ওর চোখ পড়ল দেয়ালে আঁটা একটা লোকের চশমা পরা গৌফওয়াল। ছবি।

ঘাড় ফিরিয়ে দেখল জুলিয়েট ওর দিকেই তাকিয়ে আছে। ‘শেষ পর্যন্ত জাগার সিদ্ধান্ত নিলে? অলস হয়ে যাচ্ছ তুমি, ভন। মিস্টার প্যাকার। র‍্যাঙ্কে সবার আগে তুমিই উঠতে।’

জুলির দিকে তাকিয়ে রইল ভন। ওকে আজ আরও সুন্দর দেখাচ্ছে—কিন্তু এটা খারাপ। খারাপ, কারণ এখন ঘোড়ার পিঠে চড়ে বিদায় নেয়ার সময় এসেছে তার। কিন্তু মেয়েটা তাকে আজ প্রথম নাম ধরে ডাকল কেন?

‘এই অবস্থায় কতক্ষণ এখানে আছি আমি?’

‘মাত্র দেড় দিন। অনেক রক্ত হারিয়েছ তুমি।’

‘র‍্যাঙ্কে কি ঘটেছে? ওউয়েন কি সময় মত এখানে পৌঁছতে পেরেছিল?’

‘হ্যাঁ, আমি একাই এখানে ছিলাম, বাকি সবাই খবর পেয়েই

বেরিয়ে পড়েছিল।’

‘তুমি ছিলে?’

‘হ্যাঁ, আর বাকি সবাই,’ শান্ত স্বরে বলল জুলি, ‘ট্রেইল ধরে ছ’মাইল এগিয়ে গেছিল। মাভিন বেকার, ওউয়েন ল্যারি, পেপি, কনডো, সবাই। আমি উঠানে দাঁড়িয়ে ছিলাম যেন পসি দলের সবাই আমাকে পরিষ্কার দেখতে পায়। র‍্যাঙ্কের লোকজন ওদের অ্যামবুশ করল।’

‘তুমুল যুদ্ধ হল?’

‘না, তেমন কিছুই না। ওরা এমন হতভম্ব হয়েছিল যে ছুটে পালাল। কেবল তিনজন পারেনি—গ্যালুশা রীড তাদের মধ্যে একজন। চারজন খারাপভাবে জখমও হয়েছে।’

‘কাগজপত্রগুলো সব পেয়েছ তুমি?’

‘হ্যাঁ। ওর ভিতর একটা কাগজে গিলবার্ট স্মিথের পাঁচ হাজার চিহ্নিত ডলার এল পেসোতে পাঠানোর কথাও ছিল। টাকাটা জনের হাতে পৌঁছে দিয়ে ওকে ফাঁদে ফেলার প্ল্যান করেছিল স্মিথ। কিন্তু এর মধ্যে তুমি বাগড়া বাধাবে এটা সে আশা করেনি।’

‘না।’ নিজের হাত ছটোর দিকে তাকাল ভন। ওগুলো আশ্চর্য রকম সাদা দেখাচ্ছে। ‘না, তা সে করেনি।’

তাহলে এখানেই সব শেষ। মেয়েটা তার র‍্যাঙ্ক ফিরে পেল— এখন বিপদমুক্ত সে। কেউ আর ঝামেলা করবে না। একটা কাজই কেবল বাকি রয়ে গেছে। তার স্বামীকে কে মেরেছে এটা জুলিকে জানাতে হবে।

মাথা ফিরিয়ে জুলির দিকে তাকাল ভন। 'আর একটা কথা,'
শুরু করল সে। 'আমি—'

'আর কথা নয়। তোমার বিশ্রাম দরকার।'

'দাঁড়াও। কথাটা আমার জানাতেই হবে। এটা—এটা জনের—'

'মানে বলতে চাও তুমি—তুমিই সেই লোক যে জনকে—'

'হ্যাঁ, আমি—' ইতস্তত করেছে ভন। কথাটা শেষ করতে
পারছে না।

'আমি জানি, ভন। প্রথম থেকেই জানতাম—তুমি যা যা
বলেছ সেসব না শুনেও জানতাম।'

'ঘোরের মধ্যে কথা বলেছি আমি?'

'কিছু, কিন্তু আমি আগেই জানতাম, ভন। তুমি বলেছিলে
পিস্তল বের করার আগে ওর চোখের ভাষা কি ছিল। ওকে যে গুলি
করেছে সে ছাড়া ওটা আর কে জানবে?'

'বুঝেছি।' সাদা হয়ে গেছে ওর মুখ। 'তাহলে এবার কিছু
বিশ্রাম নিই—কালই আবার যাত্রা শুরু হবে আমার।'

ওর পাশেই দাঁড়িয়ে আছে জুলি। 'যাত্রা? তোমার কি যেতেই
হবে, ভন? গতরাতে তুমি যেসব কথা বলেছ, আমি ভেবেছিলাম—
ভেবেছিলাম'—লজ্জায় রাঙা হল জুলির মুখ—'হয়ত তুমি—তুমি
আর আগের মত পথে নামবে না। চাইলে তুমি আমাদের সাথে
এখানেই থাকতে পার, ভন। আমরা দুজনেই তোমাকে চাই।
ববি বারবার তোমার কথা জিজ্ঞেস করছিল। ও জানতে চায়
ওর স্পার কোথায়।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ভন বলল, 'অন্তত ববিকে স্পার এনে

না দেয়া পর্যন্ত আমাকে থাকতেই হবে মনে হচ্ছে।'

'তাহলে তুমি থাকবে? বল, কোনদিন যাবে না?'

চোখ তুলে তাকাল ভন। বলল, 'না, তুমি তাড়িয়ে না দিলে
যাব না।'

হেসে ওর চূলে হাত রাখল জুলি। 'তাহলে তোমাকে এখানে
অনেকদিন থাকতে হবে, ভন প্যাকার—চিরদিন।'